NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০ বছর

লোকসভা ভোটের আগেই তৃণমূলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত খানাকুল ৬

কলকাতা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৮ মাঘ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.2.2024, Vol.17, Issue No. 241, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

‘দিল্লি চলো’র ডাক হরিয়ানার ২০০ কৃষক সংগঠনের

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করলো খট্টর সরকার

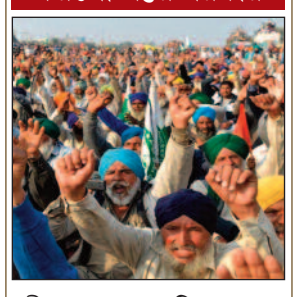

চণ্ডীগড়, ১১ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের আগে কৃষক আন্দোলনের জেরে অস্বস্তিতে বিজেপি। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিতকরণ-সহ একগুচ্ছ দাবিতেই কিষান মজদুর মোর্চা-সহ ২০০টির বেশি সংগঠন এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। আর তাই রাজ্য সরকার আম্বালা, জিন্দ, ফতেহাবাদ, সিরসা, কুরুক্ষেত্রের মতো জেলাগুলিতে নিষেধাজ্ঞা জারির রাস্তায় হেঁটেছে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘দিল্লি চলো’র ডাক দিয়েছে হরিয়ানার কৃষকদের বিভিন্ন সংগঠন। ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে।

ইতিমধ্যেই এই কৃষক আন্দোলনকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। মনোহরলাল খট্টর সরকার শনিবারই বহু জেলায় বন্ধ করে দিয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। বন্ধ বাল্ক এসএমএস বা সব রকমের ডঙ্গল পরিষেবা। তবে ভয়েস কলের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি বলেই খবর। পাশাপাশি পঞ্জাব ও হরিয়ানার সীমানা ঘিরে রাখা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। কৃষকদের মিছিল রুখতে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছে। এলাকায় কড়া তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ৫০ কোম্পানি আধা সেনাও মজুত করা হয়েছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। প্রতিবাদী কৃষকদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের অনুমতি না মেলা পর্যন্ত মিছিলে অংশ না নিতে। অন্যথায় কড়া পদক্ষেপ করা হবে, যদি জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি হয়। সব মিলিয়ে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে হরিয়ানায়। প্রয়োজন ছাড়া পঞ্জাব এবং দিল্লিতে না যাওয়ার জন্য হরিয়ানার মানুষকে পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে লাগাতার আন্দোলন চলেছে। সেই আন্দোলনের জেরে শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ‘বিতর্কিত’ কৃষি বিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

ফাইনালে ভরাডুবি ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হল তাদের। ফলে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরা থেকে গেল ভারতের ছোটদের। আরও এক বার আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে হারল ভারত। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ভারত। সেই হারের বদলা নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু দাদাদের মতো ভাইয়েরাও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার মানলেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না ভারতীয় ব্যাটারেরা। ব্যাটিং ব্যর্থতা ডোবাল দলকে। ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরা থেকে গেল ভারতের। ৭৯ রানে ভারতকে হারিয়ে চতুর্থ বারের জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

রাজ্যসভা নির্বাচন

তৃণমূল কংগ্রেসের ৪ প্রার্থীর নাম ঘোষণা

প্রার্থী তালিকায় বড় চমক সাগরিকা ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং মমতা বালা ঠাকুরকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২ এপ্রিলই ছয় বছরের মেয়াদ ফুরোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার ৫ সাংসদের। সব মিলিয়ে দেশের ১৫টি রাজ্যের ৫৬টি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে। এইসব শূন্যস্থান পূরণের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ রাজ্যসভা আসনের মধ্যে চারটি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এতদিন এই আসনগুলিতে ছিলেন মহম্মদ নাদিমুল হক, শুভাশিস চক্রবর্তী, আবির বিশ্বাস এবং শান্তনু সেন। এবার শুধুমাত্র মহম্মদ নাদিমুল হককেই ফের প্রার্থী করা হল। বাদ পড়লেন শুভাশিস চক্রবর্তী, আবির বিশ্বাস এবং শান্তনু সেন। অন্যদিকে, গত বছরই রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মেয়াদ ফুরিয়েছিল সুস্মিতা দেবের। তাঁকে তখন প্রার্থী করা হয়নি। বদলে অন্যদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এইবার ফের সুস্মিতা দেবকে ফের রাজ্যসভার প্রার্থী করা হল। তাঁর উপর অসমে দলের সংগঠনের দায়িত্ব রয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর বাবা সন্তোষমোহন দেবের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভাল ছিল। তৃণমূলের অপর তিন প্রার্থী, সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং মমতা বালা ঠাকুর। ২০১৫ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে বনগাঁ আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হলেও, ২০১৯-এ বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ঠাকুরনগরের মতুয়া মহাসংঘের মমতাবালা ঠাকুর। এবার তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করে পাঠাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হচ্ছেন শমীক ভট্টাচার্য, এমনটাই খবর বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবারই বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। সাত রাজ্য থেকে বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থীদের তালিকা এদিন প্রকাশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শমীক ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে সেখানে। ২ এপ্রিল এ রাজ্য থেকে মনোনীত ৫ সাংসদের ৬ বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে। সেখানে ইতিমধ্যেই তৃণমূল তাদের ৪ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে ফেলেছে। বিজেপিও ১ জন প্রার্থী দিতে পারত। সেই হিসাবেই শমীকের নাম দেওয়া হল। সব মিলিয়ে দেশের ১৫টি রাজ্যে ৫৬টি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে।

এদিকে এদিনই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ। তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে প্রার্থী করা হচ্ছে। তৃণমূলের রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকার সবথেকে বড় চমক সাগরিকা ঘোষ। ১৯৯১ সাল থেকে ভারতীয় সংবাদ জগতের অন্যতম বড় নাম সাগরিকা ঘোষ। কাজ করেছেন ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’, ‘আউটলুক’ এবং ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’, সিএনএন-আইবিএন, বিবিসি ওয়ার্ল্ডের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি, লেখক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। তিনি, আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাইয়ের স্ত্রীও বটে। এবার তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যসভার প্রার্থী হলেন সাগরিকা।

সংক্ষিপ্ত কেরল সফর, আজ সন্দেশখালি যাবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ সন্দেশখালি যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজভবনের তরফে। রাজভবন সূত্রে খবর, সন্দেশখালির ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের থেকে রিপোর্টও তলব করা হয়েছে। শনিবার রাজ্যপাল বোসকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘোষণা করেছিলেন, সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্যপাল দ্রুত পদক্ষেপ না করলে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে সন্দেশখালি যাবেন তিনি। ঘটনাচক্রে, এর পরেই রাজভবনের এই তৎপরতা নজরে এল। শুভেন্দুর ঘোষণার পর শনিবার রাতে কড়া বিবৃতিও দিয়েছিলেন বোস।

রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যপাল কেরলে ছিলেন। সেখানে বাঙালিদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। সন্দেশখালির পরিস্থিতি যে দিকে গড়িয়েছে, তাতে তিনি কেরল সফর কাটছাঁট করে রাজ্যে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্রের খবর, সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার কথা তাঁর। তার পর সেখান থেকে সোজা সন্দেশখালির উদ্দেশে রাজ্যপাল রওনা দেবেন বলে জানিয়েছে রাজভবনের সূত্র। শুধু তা-ই নয়, সম্প্রতি যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে সন্দেশখালিতে, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের থেকে সবিস্তার রিপোর্টও তলব করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গেও। সন্দেশখালির ঘটনাবলী নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনারেরও আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে রাজভবনের তরফে।

এদিকে, শনিবার থেকে ১৪৪ ধারা বলবৎ হতেই ও তৃণমূল নেতা উত্তম সরদারকে দল থেকে বহিষ্কার করার পর থেকেই রাজ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। এর মধ্যে সন্দেশখালির তিন হেভিওয়েট শাসকবিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যার মধ্যে মূল নাম রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য ও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি উত্তম সর্দার। বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার কনভেনার বিকাশ সিং। এই দুইজনকেই শনিবারই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে সন্দেশখালি সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরদারকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সময় যদি যাচ্ছে সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তত বাড়ছে। উল্লেখ্য, সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৮ জন। তার মধ্যে মহিলা ৬ জন, পুরুষ ১২ জন। সকলকেই আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

ইমরান খানের নির্দল’রা জয়ী হলেও গড়া যাবে না সরকার

ইসলামাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানে ভোটদান প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই গণনা শুরু হলেও, চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করতে লেগে গেল তিনদিন। রবিবার সকালে, অবশেষে সামনে এল পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচন ২০২৪-এর চূড়ান্ত ফলাফল। পাকিস্তান সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য, যে ২৬৬ আসনে ভোট হয়, তার মধ্যে ১৩৪টি আসনে জয় প্রয়োজন। কিন্তু, ভোটে কোনও দলই তা পায়নি। সবথেকে বেশি আসনে জয় পেয়েছে নির্দল প্রার্থীরা। ১০১টি আসন জিতেছে তারা। এর মধ্যে অবশ্য ৯৬ জনই ইমরান খানের দল পিটিআই-এর সমর্থিত প্রার্থী।

কিন্তু ইমরানের সমর্থনে নির্দল প্রার্থীরা সবথেকে বেশি আসনে জয় পেলেও তারা সরকার গঠন করতে পারবে না। পাকিস্তানের নির্বাচনী আইনে বলা হয়েছে, নির্দল প্রার্থীরা নিজেরা একজোট হয়ে সরকার গঠন করতে পারবে না। সরকার গঠনের জন্য নির্দল প্রার্থীদের কোনও একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলে যোগ দিতেই হবে। সেই দলের সরকার তৈরি হবে। এর পাশাপাশি, পাক সংসদে সংরক্ষিত আসনও রয়েছে। পাক সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৩৬। এর মধ্যে ২৬৬ জন প্রার্থী সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। বাকি ৭০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে, ৬০টি মহিলাদের জন্য এবং ১০টি অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত। বিধানসভায় প্রতিটি দলের শক্তির ভিত্তিতে এই আসনগুলি বরাদ্দ করা হয়। নির্দল প্রার্থীদের এই সংরক্ষিত আসনও বরাদ্দ করা হয় না। তাই, ইমরান সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদের পক্ষে, কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদান করা ছাড়া সরকার গঠন করা অসম্ভব।

তবে, এরও সমাধান বের করেছে ইমরান খানের দল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে ইমরানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা মিডিয়া উপদেষ্টা জুলফি বুখারি বলেছেন, তাঁদের সমর্থিত জয়ী নির্দল প্রার্থীদের কয়েক দিনের মধ্যেই পিটিআই দলে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে। এর মধ্যে, ইমরান খান ,সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদের ভাঙিয়ে নিজের শিবিরে আনার জন্য সক্রিয় নওয়াজ শরিফ। তবে, ‘ঘোড়া কেনাবেচা’র ভয় তাঁদের নেই বলে দাবি করেছেন তারা। রয়টার্সকে তিনি বলেছেন, ‘নির্দল প্রার্থীরা অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন বলে আমরা ভয় পাচ্ছি না। এই মানুষগুলো গত ১৮ মাস ধরে সংগ্রাম করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন।’ পিটিআই মুখপাত্র বলেছেন, আপাতত ইমরান জেল থেকেই একজন কোনও নেতাকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করবেন। পরে, আইনি পথে জেলের বাইরে আনা হবে ইমরানকে।

এদিকে এক সংবাদমাধ্যম সূত্রের দাবি, ইমরান খানের পিটিআই সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা এগিয়ে অনেকটাই। তবুও অনেক কেন্দ্রেই কারচুপির অভিযোগ তুলেছে পিটিআই-সহ বহু পার্টি। যার জেরে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন বহু বুথেই পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে। সেখানে নতুন করে ভোটগ্রহণ হবে আগামী বৃহস্পতিবার। প্রায় ১০টি আসনে এখনও গণনা চলছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতির জট এখনও খোলেনি।

এদিকে বহু কেন্দ্রেই এখনও গণনার ফলাফল জানানো হয়নি। এর প্রতিবাদে ইমরানের দল রবিবার পথে নেমে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কর্মসূচি পালন করে। ইসলামাবাদের বহু এলাকায় জারি ১৪৪ ধারা। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইমরানের দলের সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা ১০২টি আসনে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু এখনও ৩১টি আসনে জয় প্রয়োজন পিটিআইয়ের, যদি সরকার গড়তে হয়।

সন্দেশখালিতে অশান্তি, বাঁশদ্রোণী থেকে গ্রেপ্তার প্রাক্তন বাম বিধায়ক

১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক নিরাপদ সরদার। তাঁর মুক্তির দাবিতে সোমবার সন্দেশখালিতে ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকল সিপিএম। বন্ধের ঘোষণা করেছেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা কমিটির সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার সন্দেশখালি ১ ও ২ নম্বর ব্লক বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের দাবি, নিরাপদ-সহ যে সব ‘নিরাপরাধ’দের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ, তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির অশান্তিতে উস্কানির অভিযোগ। গ্রেপ্তার প্রাক্তন বাম বিধায়ক নিরাপদ সরদার। রবিবার সকালে বাঁশদ্রোণীর বাড়ি থেকে আটক করা হয় তাঁকে। বাঁশদ্রোণী থানায় বসিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা জেরাও করা হয় তাঁকে। দুপুর তিনটে নাগাদ বাঁশদ্রোণী থানায় পৌঁছয় বসিরহাট থানার পাঁচ পুলিশ আধিকারিক। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় বাম বিধায়ককে। বসিরহাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে। বাঁশদ্রোণী থানা থেকে বেরনোর সময় নিরাপদ বলেন, ‘অন্যায় হচ্ছে। চরম অন্যায় হচ্ছে। বিচার হবেই।’ পুলিশি ‘অত্যাচারে’র বিরুদ্ধে সন্দেশখালির সাধারণ মানুষ একজোট হবেন বলেই আশা তিনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, ‘বেপাত্তা’ তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবু হাজরার অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করা হয় নিরাপদ সরদারকে। কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে আটক করা হয় তাঁকে। আটক হওয়ার পর থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে নিরাপদ সরদার বলেন, ‘৪-৯ ফেব্রুয়ারি এলাকায় ছিলাম না। কেন আটক করা হল তেমন কোনও কাগজ পুলিশ দেখাতে পারেনি।’ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন বাম বিধায়ক। তাঁর দাবি, সন্দেশখালিজুড়ে ‘স্বৈরাচারী শাসন’ চলছে। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পরই গ্রেপ্তার করা হয় নিরাপদ সরদারকে।

সরস্বতী পুজোয় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া অফিস থেকে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল সরস্বতী পুজো এবং ভ্যালেন্টাইন্স-ডে-র দিন শীতের আমেজ বজায় থাকবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, নতুন করে হিমেল হাওয়াই জানান দিচ্ছে শীত এখনও আছে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, শনির পর রবিবারেও জমিয়ে শীতের আমেজ ছিল রাজ্য জুড়ে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী বেশ কয়েকদিন এরকমই শীতের আমেজ থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শনিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি কম।

এদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর পর জেলায় জেলায় বাড়বে তাপমাত্রা, জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার থাকলেও আসন্ন সপ্তাহে মেঘ জমতে পারে আকাশে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা-ও। মঙ্গলবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সরস্বতী পুজোর দিন ১০টি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে হালকা ঝড়বৃষ্টি হতে পারে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বৃষ্টিপাত হতে পারে মালদহ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতেও। আগামী কয়েকদিন রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াম কমতে পারে। বেশ কিছু জেলায় সকালে বিক্ষিপ্তভাবে কুয়াশা থাকবে। সরস্বতী পুজোর পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রার পতন আর হবেনা বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

মিঠুনের খোঁজ নিলেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিঠুন চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, রবিবার মিঠুনের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কেমন আছেন, তা জানতে চান মোদি। শনিবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মিঠুন চক্রবর্তীকে। তাঁর ব্রেনস্ট্রোক হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মিঠুনের সঙ্গে কথাও হয় তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখন অনেকটাই ভাল আছেন মিঠুন। তবে এখন বিশ্রামেই থাকতে হবে ‘মহাগুরু’কে।

আজ বিহার বিধানসভায় আস্থাভোট

পাটনা, ১১ ফেব্রুয়ারি: আজ বিহার বিধানসভায় আস্থাভোট। তার আগে রাষ্ট্রীয় জনতা দল-এর বিধায়কেরা হাজির হন তেজস্বী যাদবের পাটনার বাসভবনে। শনিবার রাতে সেখানে গান-আড্ডায় মাতলেন তাঁরা। প্রকাশ্যে আসা ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, গিটার বাজিয়ে পাকিস্তানি গায়কের গান করছেন আরজেডি বিধায়কেরা। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আগুন জ্বলছে। চারধারে বসে রয়েছেন তেজস্বীরা। গিটার বাজিয়ে পাকিস্তানের গায়ক নুসরত ফতে আলি খানের গান করছেন বিধায়কেরা। রয়েছেন আরজেডি বিধায়ক চেতন আনন্দ, ইউসুফ সালাউদ্দিন, অনিরুদ্ধকুমার যাদব, মুকেশকুমার যাদব।

সোমবার পর্যন্ত তেজস্বীর পাঁচ নম্বর দেশরত্ন মার্গের বাংলোতেই থাকছেন তাঁরা। গত মাসে ‘মহাগঠবন্ধন’ ছেড়ে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএর হাত ধরেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তার পর আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। এদিন নতুন এনডিএ সরকারকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। ওই দিনই বিহার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। বিহার বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ২৪৩। তার মধ্যে এনডিএর রয়েছে ১২৮টি আসন। ম্যাজিক ফিগারের থেকে যা ছ’টি বেশি। আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিআইএমএল, সিপিএমের ‘মহাগঠবন্ধন’-এর হাতে রয়েছে ১১৪টি আসন।

মেদিনীপুরে সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপির যুব এবং মহিলা মোর্চা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন থানা ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিকেলে দুই মোর্চার সদস্যরা মিছিল করে কোতয়ালি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলা যুব সভাপতি আশীর্বাদ ভৌমিক বলেন, সন্দেশখালিতে দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলের রাজত্ব চলছিল। দিনের পর দিন শাহজাহান বাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে। গরিব মানুষের চাষের জমি জোরপূর্বক দখল করে ভেড়ি বানানো হয়েছে। লভ্যাংশের ভাগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েও গরিব মানুষদের বঞ্চিত করা হয়েছে। লভ্যাংশের টাকা চাইতে গেলে গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখানো হত। দিনের পর দিন মা বোনেদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। এসব আজ প্রকাশ্যে এসেছে। এই কুকর্মের নায়ক শেখ শাহজাহান সহ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানান তিনি। জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পারিজাত সেনগুপ্ত বলেন, দুর্নীতি, গুন্ডাগিরি মানুষ বরদাস্ত করবে না। সন্দেশখালিতে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে শাহজাহানের বাহিনী আজ দিশেহারা। সারা বাংলার মানুষ ক্ষোভ ফুঁসছে। চাকরি দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি আজ প্রকাশ্যে এসেছে। মানুষ এইসব তৃণমূল নেতাদের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে। কর্মসূচিতে ছিলেন জেলা মুখপাত্র অরুপ দাস, মণ্ডল সভাপতি দেবাশিস দাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সন্দেশখালিতে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও রাজ্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে হাওড়া সদর বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা রবিবার গোলাবাড়ি থানায় বিক্ষোভ দেখালেন। রবিবার বেলায় কয়েকশো বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভে সামিল হন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলার নেতৃত্ব ফাল্গুনী পাত্র। বেশ কিছুক্ষন ধরে গোলাবাড়ি থানার সামনে রাস্তার ওপর বিক্ষোভ করেন বিজেপি মহিলা কর্মীরা। বিজেপি রাজ্য মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, 'শেখ শাহজাহানের মতো দুষ্কৃতীদের মাথায় মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে বলেই তারা এত অত্যাচার করতে সাহস পায়। সারা রাজ্য জুরে সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে আমরা আজ আন্দোলনে নেমেছি। সন্দেশখালির মহিলাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে বলে তারা আজ সাহস করে লাঠি ঝাঁটা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দেবার ব্যাবস্থা না করে তা হলে ওনার পদত্যাগ করা উচিত।' গোলাবাড়ি ছাড়াও রবিবার দাসনগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা।

পদ থেকে সরানো হল শঙ্কর দলুইকে, দায়িত্বে রাধাকান্ত মাইতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পদ খোয়ালেন ঘাটালের তৃণমূল নেতা শঙ্কর দলুই, এমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রে। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান ছিলেন শঙ্কর। তাঁকে সেই পদ থেকে সরানো হল রবিবার। এবার তাঁর জায়গায় আনা হল রাধাকান্ত মাইতিকে। শঙ্কর দলুইকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের ঘটনা প্রসঙ্গে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি আশিস হুদাইত জানান, 'এটা আমাদের রাজ্য তৃণমূলের বিষয়, যাঁরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেলা তৃণমূলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার তো জায়গা নেই। তাই আমার বলার কিছু নেই।'

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে দেব ইস্যুতে শঙ্কর দলুইকে নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল। এ নিয়ে শুধু ঘাটালের রাজনীতিতেই নয়, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বঙ্গ রাজনীতিও। এর পাশাপাশি দেবের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। এই রকমই এক উত্তপ্ত আবহে শনিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘাটালের সাংসদ দেবের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে মিনিট ৪৫-এর এক বৈঠকও হয়। এরপর সেখান থেকে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান দেব। এরপর রবিবার তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান শঙ্কর দলুইকে অপসারিত করতেই বদলে যায় ঘাটালের রাজনৈতিক ছবিটা।

এদিকে সূত্রে খবর, সম্প্রতি একটি অডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে সেই ভাইরাল অডিয়োর সূত্র ধরে কাটমানির কথা প্রকাশ্যে আসে। এদিকে শঙ্করের দাবি করেছিলেন, এই কণ্ঠ তাঁর নয়। তবে সত্যি যাই হোক, এই বিতর্কের পর দেবের রাজনৈতিক অবস্থান, দলে থাকা এমনকী রাজনীতি থাকা নিয়েও নানা জল্পনা সামনে আসে।পরিস্থিতি ক্রমাগত ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকায় তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করেন।দেবের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক নিজে। শনিবারের সেই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলেই শনিবার তৃণমূলের অন্দর থেকে জানা গিয়েছিল। এদিকে দেবের তরফ থেকেও জানানো হচ্ছিল,, তিনি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতি তাঁকে ছাড়বে না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য তাঁর কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এরই পাশাপাশি দলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, আবারও ঘাটালে দেব-ই প্রার্থী হচ্ছেন। তবে দেবের পর্ব মিটলেও শঙ্করকে পদ থেকে সরানোর কোনও আভাস পাওয়া যায়নি রবিবার সকাল পর্যন্ত।

সন্দেশখালির ঘটনায় বিজেপি শাসকদলকে আক্রমণ শানাল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইস্যুতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: যে লদীর ভাণ্ডার নির্বাচনী ডিভিডেন্ড দিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এবার সেই লদীর ভাণ্ডারকে সামনে রেখেই আক্রমণে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। কারণ, সন্দেশখালিতে মহিলাদের হওয়া অত্যাচারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়তই সামনে আসছে। এই সব অভিযোগ নজরে আসেছে মহিলাদের সম্মান ভুলুণ্ঠিত সন্দেশখালির মাটিতে। আর এখানেই বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে মহিলার সম্মান। এই লাইনেই এবার শাসকদলকে বিদ্ধ করতে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। একইসঙ্গে আম মহিলাদের বক্তব্যকে ব্যবহার করে এক্ষেত্রে প্রচার তুঙ্গে তুলতে চায় বিজেপি।

,সন্দেশখালি নিয়ে যে ভিডিয়ো বার্তা সামনে এসেছে তাতে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেছে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রথমসারির নেত্রীদের। ভিডিওতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন, 'সন্দেশখালিতে আগুন জ্বলছে। সাধারণ মা-বোনেরা লাঠি-ঝাঁটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আমরা স্তম্ভিত। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো একজন মহিলা! সন্দেশখালির মহিলারা বলছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের সুন্দর দেখতে, যে বয়সিই হোক তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হত টিএমসির পার্টি অফিসে। কিসের জন্য নিয়ে যেতেন? এন্টারটেইনমেন্টের জন্য।' একইসুর লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গলাতেও। হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বাংলার সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা টেনে বলছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো একজন মহিলা! সেখানে বাংলার মহিলাদের অবস্থা এরকম! বিবাহিত হোক অবিবাহিত হোক তাঁদের তুলে নিয়ে যায়। আটকে রাখে। এদিকে ৫০০ টাকার লদীর ভাণ্ডার দিচ্ছে। অন্যদিকে মহিলাদের কোনও সম্মান নেই। এই বাংলায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের কোনও সুরক্ষা নেই, কোনও স্বাধীনতা নেই। একাধিক 'শ্রী' প্রকল্প হচ্ছে একদিকে, আর একদিকে মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছে। এ তো সিনেমা দেখছি মনে হচ্ছে। ইরাক, ইরানের গল্প শুনেছি আমরা। সেখানে কীভাবে মহিলাদের অত্যাচার চলে শুনেছি। বাংলা কী পাকিস্তান, ইরাকের দিকে চলে যাচ্ছে। এর জবাব বাংলার মানুষ দেবে।'

তুলির টান...

হাতে মাত্র আর একটা দিন। বসন্ত পঞ্চমী কড়া নাড়ছে দোড় গোড়ায়। মানিকতলার গড়পড়ে শেষ মুহূর্তে সরস্বতীর মূর্তিতে পড়ছে তুলির টান।
ছবি: অদিতি সাহা

মুখে স্প্রে ছিটিয়ে ভিক্ষুকবেশী ৩ মহিলার বিরুদ্ধে লুঠের অভিযোগ, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিক্ষুক সেজে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর মুখে স্প্রে ছিটিয়ে লুঠপাট চালানোর অভিযোগ উঠল তিন মহিলা দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে এমন ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি এলাকায়। বাড়িতেই বেশ কিছুক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকেন গৃহকর্তী সবিতা মণ্ডল। পরে তার মেয়েরা বাড়িতে এসে মাকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় ওই মহিলাকে। তার মুখ থেকেই এমন লুঠের ঘটনার কথা শুনে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন পাড়া প্রতিবেশীরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বৃদ্ধার এক মেয়ে রিঙ্কি মন্ডল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝালু মণ্ডলের বাড়িতে এদিন ৬০ বছর বয়সি ওই মহিলা একাই ছিলেন। ওই মহিলার ছেলেমেয়েরা কাজে বাইরে ছিলেন। বাড়ির লোকেদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনজন অচেনা মহিলা ভিক্ষুকের বেশ ধরে আচমকাই ঘরে ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। এরপরই কথা বলার ছলে ওই মহিলার চোখে মুখে স্প্রে ছিটিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে থাকা কিছু সোনার অলংকার এবং আরো বেশ কিছু সামগ্রী লুঠ করে মহিলা তিন দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ।

অসুস্থ সবিতা মণ্ডল জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই তাদের পাড়াতে অনেক ভিক্ষুকেরাই আসেন। রবিবার দিন তিনজন মহিলা ভিক্ষুক সেজেই তার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কথা বলার ছলেই তার চোখে মুখে স্প্রে করে দেয়। এরপর তার কোনও জ্ঞান ছিল না। পরে তিনি বুঝতে পারেন ভিক্ষুক সেজে ওই মহিলারা লুঠপাট চালিয়েছে মহিলা তিন দুষ্কৃতী। তার কানের, নাকের, গলার সোনার অলংকার লুঠ করেছে মহিলা দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও ঘরোয়া কিছু সামগ্রীয় লুঠ করা হয়েছে।

এদিকে ওই মহিলার মুখ থেকে এমন ঘটনা শোনার পর রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পাড়া-প্রতিবেশীরা। তাদের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনার পিছনে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে পুলিশ গ্রেপ্তার করুক। দিনে দুপুরে যদি এভাবে ফাঁকা বাড়ি সুযোগ নিয়ে মহিলা দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলে তাহলে কেউ আর বাড়িঘর ছেড়ে কাজে বেরনোর সাহস পাবে না। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

আরামবাগে দুর্ঘটনা, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোর রাতে লরির ধাক্কা মোষের গাড়িতে, ঘটনায় মৃত মোষের গাড়ি চালক, আহত দুটি মোষ। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোর রাতে হুগলির আরামবাগের কীর্তিচন্দ্রপুর এলাকায়। মৃতের নাম মিঠুন খান, বয়স ৩১। পরিবার সূত্রে জানা যায়, পেশায় কৃষক মিঠুন, বাড়ির একমাত্র রোজগেরে মানুষ ছিলেন। এই বছর সে ভাগে জমি নিয়ে সেই জমিতে ধান রোপণের জন্য এদিন ভোরে উঠে বুলচন্দ্রপুর বাজারে বীজ ধান আনতে মোষের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা যাওয়ার পর কীর্তিচন্দ্র পুর এলাকাতেই একটি ১০ চাকা লরি কৃষকের মোষের গাড়িতে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। গাড়ি উল্টে চাপা পরে গুরুতর আহত হন তিনি। আহত হয় গাড়ি টানার জন্য থাকা দুটি মোষ। সেই গাড়িতে থাকা অন্য একজন বাড়িতে এসে ঘটনার কথা জানায়। তাকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা।

সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রাজা রামমোহন সরণি সেজে উঠেছে আলোকসজ্জায়।

আজ সন্দেশখালি যাওয়ার ডাক শুভেন্দুর সুকান্তের নেতৃত্বে এসপি অফিস ঘেরাও অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: মঙ্গলবার সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার ডাকে এসপি অফিস ঘেরাও অভিযানে নামছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদেই তাঁরা পথে নামছেন। সন্দেশখালি কাণ্ড সামনে আসার পর থেকেই তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে। এদিকে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, 'ইডি অফিসারদের আক্রমণের ঘটনায় সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি। অথচ, শেখ শাহজাহানের অনুগামীরা এলাকায় একপ্রকার তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ বেছে বেছে প্রতিবাদী এবং বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার করছে।'

এদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, দলীয় বিধায়কদের নিয়ে তিনি সন্দেশখালি যাবেন। এরই মাঝে মঙ্গলবার বসিরহাট এসপি অফিস ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। বলাবাহুল্য, সন্দেশখালির অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে সন্দেশখালি। আর এই প্রেক্ষাপটেই এবার একদিকে শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির বিধায়কদের সোমবার সন্দেশখালি যাওয়ার পাশাপাশি মঙ্গলবার সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বসিরহাট পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও অভিযান নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবিরে।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি ইস্যুতে আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার বিধানসভা থেকে রাজভবন পর্যন্ত পদযাত্রা করে রাজ্যপালকে অবিলম্বে সন্দেশখালি গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর এবার সুকান্তর নেতৃত্বে বসিরহাট পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও অভিযানে নামছে পদ্ম শিবির।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
আমি নূরউদ্দিন মীর আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে পিতার নাম আব্দুস সামাদ মীর আছে। অন্যান্য নথিতে আব্দুল সামাদ মীর আছে। ০৮-০২-২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটের বলে আব্দুস সামাদ মীর ও আব্দুল সামাদ মীর উভয়েই একই ব্যক্তি হইল। সাং- সোনাতলা, পোঃ- রূপদহ, থানা- ধুবুলিয়া, নদীয়া পিতা সর্বত্র আব্দুস সামাদ মীর নামে পরিচিত হইল।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

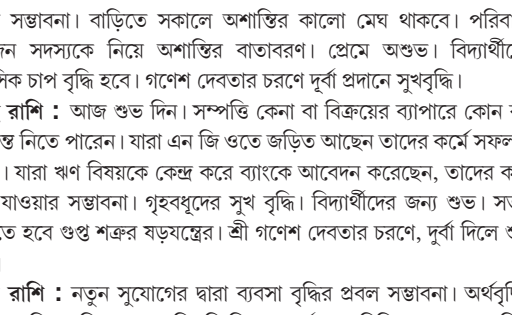

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই ফেব্রুয়ারি ২৮শে মাঘ সোমবার । তৃতীয় তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহা দশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় সঙ্গে জড়িতো, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল, সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি, বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ, যারা লেখালিখি করেন, মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি, আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে, তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি, সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। কর্ম প্রার্থীরা, যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছো, তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কের প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখবৃদ্ধি।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা এন জি ওতে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন, তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি- জমি -বাস্তু -কৃষিজমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোনো অতিথির আগমনে, পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয়ে আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধি। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি যোগ।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে, দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে, স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি দিন। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : শুভ দিন। সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি। শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি। গাড়ির যন্ত্র, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। আজ সম্মান প্রাপ্তি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও আজ বাধা পড়বে। শ্বশুরবাড়ির তিনজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ। আজ মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৮ মাঘ ১৪৩০ সোমবার

রাজীব মঞ্চে উঠতেই ‘গদ্দার’ স্লোগান

ধমকে হাওড়ার কয়েকজন নেতাকে মঞ্চ থেকে নামালেন সুব্রত বক্সী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা রেড রোডের ধরনা মঞ্চে হাওড়ার নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ‘গদ্দার’ স্লোগান উঠতেই কড়া পদক্ষেপ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। দলের নেতা-কর্মীদের একাংশ প্রকাশ্যে এমনটা করায় ক্ষুব্ধ সুব্রত বক্সী হাওড়া জেলা নেতৃত্বকে মঞ্চ থেকেই নামিয়ে দিলেন।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে ধরনা শুরু করেছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পর সেই ধরনা থেকে তিনি উঠে গেলেও মঞ্চ রয়েছে। দলনেত্রীর নির্দেশমতোই প্রতিদিন সেই মঞ্চে ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। রবিবার সেই ধরনামঞ্চেই ঘটল অনভিপ্রেত ঘটনা। হাওড়ার নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উঠতেই তাঁকে লক্ষ্য করে ‘গদ্দার’ স্লোগান দিতে থাকে দলের নেতা, কর্মীদের একাংশ। বারবার বাধা দেওয়া হলেও শোনেননি কেউ। সেসময় মঞ্চে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি । তিনি গোটা পরিস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে হাওড়া জেলা নেতৃত্বকে মঞ্চ থেকেই নামিয়ে দেন।

দলনেত্রীর নির্দেশমতো রবিবার সকালে হাওড়া গ্রামীণ এবং দুপুরের পর হাওড়া সদরের জেলা নেতৃত্ব ধরনামঞ্চের দায়িত্ব নেয়। দুপুরের পর সেখানে পৌঁছন ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদরের বিধায়ক অরূপ রায়-সহ জেলার শীর্ষ নেতারা। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উঠতেই নিচ থেকে দলীয় কর্মী, সমর্থকরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। বলা হয়, ‘গদ্দার’ কেন এই মঞ্চে? ‘গদ্দার হঠাও’। সেসময় মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন হাওড়া সদরের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ। তিনি সকলকে শান্ত হতে বলেন। কিন্তু তবুও স্লোগান চলতে থাকে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। । বিক্ষোভ চরমে উঠলে অস্বস্তিতে পড়েন দলীয় নেতৃত্ব। তা দেখে ক্ষুব্ধ হন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। এমন চললে সভা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়। যাঁরা স্লোগান তুলছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে সুব্রতকে বলতে শোনা যায়, ‘এটা গুন্ডামি, বদমাইসির জায়গা নয়। আমি আপনাদের বলছি, যাঁরা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, সবাই নেমে যান। নেমে যান এখান থেকে। এক মিনিটও দাঁড়াবেন না। নামুন।’ হাওড়া জেলার ধর্না কর্মসূচিই বন্ধ করে দেন সুব্রত। ধমক দিয়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বেশ কয়েক জনকে।

আসলে হাওড়া জেলায় বরাবরই অরূপ রায়-রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে চাপা বিরোধিতা রয়েছে। তার মধ্যে রাজীব উনিশের ভোটের আগে বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন। পরে আবার তিনি তৃণমূলে ফেরেন। তাই ঘাসফুল শিবিরের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে রাজীবকে নিয়ে ক্ষোভ ছিল। যার রেশ এই মঞ্চে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অরূপ বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। না ঘটলেই ভাল হতো। যেই করে থাকুক, কারও বিরুদ্ধে এমন কথা বলা উচিত নয়।’

বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতের কাজ শুরু, তুলে দেওয়া হচ্ছে মালিকের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইস্ট-ওয়েস্টে মেট্রোর টানেল তৈরির জন্য বউ বাজারে একাধিক বাড়িতে ফাটল ধরেছিল। বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বউবাজার এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি মেরামত শুরু হল কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই সেই বাড়ির মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কাজ শেষে করে একটা একটা করে বাড়ি তুলেও দেওয়া হচ্ছে মালিকদের হাতে।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বউবাজার এলাকার বেশিরভাগ বাড়ি বহু পুরনো এবং এই সব বাড়ির দীর্ঘকাল কোনও দেখভালও করা হয়নি। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা ভূর্গভস্থ টানেল তৈরির সময় এই বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই বিপর্যয়ের পরে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল)-এর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে এই করিডর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি মেরামত করে দেওয়া হবে।

আর এই প্রতিশ্রুতি মতোই ৬বি দুর্গা পিতুরি লেনের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামত করে বসাবাসের তাকার উপযোগী করে বাড়িরে মালিকদের কাছে তা হস্তান্তর করা হয়েছে। এই বাড়ির চার সদস্য এই মেরামতের কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানোও হয়েছে। সঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বর্তমানে ১৯/১এ দুর্গা পিতুরি লেন ও ১২ মদন দত্ত লেনে ২টি বাড়ি সংস্কারের কাজ চলছে। এ দুটি ভবনের প্রায় ৭০ শতাংশ মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শিগগিরই এই দুটি বাড়ি তাদের মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এরই পাশাপাসি ১/৪, দুর্গা পিথুরি লেনের আরও একটি বাড়ি মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। ১৯, দুর্গা পিতুরি লেনের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মেরামতের কাজও দ্রুত শুরু করা হবে বলেও জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।

এই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলো মেরামতের সময় ইঞ্জিনিয়াররা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির দেওয়ালগুলোর অবস্থা খতিয়ে দেখেছেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে উঁচু টেন্সিল স্টিলের (এইচটিএস)স্টিচিং এবং অ্যাপক্সি গ্রাউটিংয়ের কাজও করেছেন। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এই প্রসঙ্গে দাবি করা হচ্ছে, এই সংস্কারের ফলে ওই বাড়িগুলির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

পক্ষপাত নিয়ে সংবাদ পরিবেশন একেবারেই অনুচিত : অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সত্য ঘটনা মানুষের কাছে তুলে ধরাই মিডিয়ার কাজ। কিছু ক্ষেত্রে মিডিয়া পক্ষপাত নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে। এটা একেবারেই অনুচিত। রবিবার নৈহাটির সিং ভবনে একটি অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের বার্ষিক বনভোজনে উপস্থিত হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সত্য নির্ভর সংবাদ পরিবেশনের পরামর্শ দিলেন। সাংসদ বলেন, ‘ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ সাংবাদিকরাই সত্য ঘটনা মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।’ তবে তাঁর আক্ষেপ, কিছু অংশ সত্য ঘটনা চেপে কারও পক্ষ নিয়ে কাজ করছেন। তাতে সমাজে খারাপ প্রভাব পড়ছে। সাংসদ বলেন, ‘কিছু মিডিয়া বন্ধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় গণমাধ্যমকে হাতিয়ার করছেন। এটা ঠিক নয়। তাঁর দাবি, ভাটপাড়া-নৈহাটি অঞ্চলের বহু পুরানো কিছু সংবাদ কর্মী অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এখ

নও কাজ করে চলেছেন’। সাংসদের কথায়, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে কখনও পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায় না। সামাজিক ব্যক্তি কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কাজের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। এদিন তিনি দাবি করেন, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাই সত্য ঘটনা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। সাংসদের সংযোজন, শিক্ষকদের সমাজে যেমন সম্মান থাকে, তেমনই সমাজে সাংবাদিকদেরও সম্মান আছে। তাই একজন সাংবাদিকের কাজ, সঠিক তথ্য খুঁজে বের করে তা জনগণের সামনে তুলে ধরা। বনভোজন অনুষ্ঠানে এদিন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষজনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, ভাটপাড়া পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর অম্বর চক্রবর্তী, জেটিয়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্যা নমিতা দাশগুপ্ত, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, রানা দাশগুপ্ত, অতনু রায় চৌধুরী, তৃণমূল নেত্রী আলোরানি সরকার, সোমা দাস, বানীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ঘোষ, অরিন্দম দে, শিবু সরকার-সহ সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোকে ঘিরে টিএমসিপি-র কোন্দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছত্র পরিষদে বিভাজন!

সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী কোন্দলে জড়িয়ে পড়লেন সভানেত্রী রাজন্যা হালদার এবং চেয়ারপার্সন সঞ্জীব প্রামাণিক। পোস্টার চুরির অভিযোগও জুড়ল এর সঙ্গে। সূত্রের খবর, যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে’ পুজোর আয়োজন করেন চেয়ারপার্সন সঞ্জীব প্রামাণিকের দলবল। অন্য দিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানারে ‘গান্ধি ভবনে’ পুজোর আয়োজন করেন রাজন্যা হালদাররা। তবে এই দুটো পুজোরই পোস্টার যে এক তা নজরে আসে যাদবপুরের পড়ুয়াদের। এরপরই এই ঘটনায় সরব হন সঞ্জীব প্রামাণিক। ‘বহিরাগত ছাত্রছাত্রীরা পোস্টার চুরি করেছে’-এই মর্মে ফেসবুকে একটি বিবৃতিও দিতে দেখা যায় তাঁকে। স্পষ্ট লেখেন, ‘কোনও বহিরাগত ছাত্রছাত্রী আমাদের সংগঠনের নাম নিয়ে পোস্টার চুরি করে পুজো করে তার দায়িত্ব যাদবপুরের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেবে না।’ কার্যত রাজন্যা হালদারকে ‘বহিরাগত’ বলে তোপ দাগেন সঞ্জীব।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজন্যা হালদার জানান, ‘সঞ্জীব হোক বা যে কোনও প্রামাণিক হোক না কেন, দলবিরোধী কাজ করলে বহিষ্কারের অনুরোধ করব। আমি প্রেসিডেন্ট। আমরা পুজো করছি গান্ধি ভবনে। কেউ দলকে ছোট করলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।’ অন্য দিকে, সঞ্জীব প্রামাণিক রাজন্যাকে পাল্টা নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘রাজন্যার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ও বহিরাগত। যাদবপুরের পড়ুয়াই নয়।’

মা-ফ্লাই ওভারে উঠে আত্মহত্যার হুমকি, বুঝিয়ে যুবককে নামাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মা ফ্লাই ওভারের ব্রিজের ওপরে উঠে আত্মহত্যার হুমকি এক যুবকের। জানতে পেরেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছল পুলিশ ও দমকল। অনেক চেষ্টার পর নামান হয় ওই যুবককে। ঘটনার জেরে রবিবার ছুটির দিনে সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় মা ফ্লাই ওভার চত্বরে। এদিকে সূত্রে খবর, এদিন পার্ক সার্কাস এলাকায় মা ফ্লাই ওভারের আর্চের ওপরে উঠে পড়েন এক যুবক। ঠিক কোন সময় তিনি আর্চের ওপরে উঠেছেন তা নির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও, প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সেখানে ছিলেন তিনি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। এরপর ওই যুবককে আর্চের ওপর থেকে নামিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুলিশের তরফ থেকে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। তাঁর যা দাবি সেগুলি শোনা হবেও বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের আশ্বাস পেয়ে নিচে নেমে আসতে রাজি হন ওই যুবক। এরপরই দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় তাঁকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপরই জানা যায়, ওই যুবকের মাথায় আগে থেকেই আঘাত ছিল। তাঁকে প্রথমে কড়েয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একইসঙ্গে সাহায্য নেওয়া হবে মনোবিদদের। তবে কেন ওই যুবক এমনটা করলেন, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা তিনি পাচ্ছে না। আর সেই কারণেই তাঁর এই পদক্ষেপ। তবে সকলের নজর এড়িয়ে ওই যুব কী ভাবে মা ফ্লাইওভারের ওই জায়গায় উঠলেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে উদ্ধার ফেনসিডিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গত পাঁচ দিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি পণ্যবাহী ট্রাক। জানা গিয়েছে, গাজিয়াবাদ থেকে ডাবর কোম্পানির সামগ্রী নিয়ে ট্রাকটির হাওড়ার পাঁচলায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু ট্রান্সপোর্ট সংস্থা পাঁচ দিন ধরে গাড়িটি চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। খোঁজ করতে করতে অবশেষে রবিবার সন্ধেয় তাঁরা ট্রাকের সন্ধান পান। বাসুদেবপুর থানার পুলিশ ট্রাকটিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখেন ডাবর কোম্পানীর দ্রব্যাদির পেটির মধ্যে প্রচুর নেশার সিরাপ ফেনসিডিল লুকোনো আছে। পুলিশ সেই ফেনসিডিলের পেটিগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে। ট্রাক চালকের খোঁজ চালাচ্ছে বাসুদেবপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে ট্রান্সপোর্ট সংস্থার কর্মী যোগিন্দর সিং বলেন, ‘চলতি মাসের পয়লা তারিখে ট্রাকে ডাবর কোম্পানির জিনিসপত্র লোড করা হয়েছিল। ওগুলো হাওড়ার পাঁচলায় নামানোর কথা ছিল। কিন্তু ৬ ফেব্রুয়ারির পর থেকে চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। ৮ ফেব্রুয়ারি গাজিয়াবাদ থানায়

অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।’ যোগিন্দরের দাবি, গাড়িতে ‘জিপিআরএস’ ট্রান্সমিটার লাগানো থাকায় অবশেষে খোঁজ মেলে। ট্র্যাকিং করে জানা যায় গাড়িটি বাসুদেবপুর থানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িতে কিভাবে ১১ পেটি ফেনসিডিলের পেটি এল, তা জানাতে পারেনি ট্রান্সপোর্ট সংস্থার কর্মীরা। যদিও তাদের সন্দেহ, এটা চালকের কাজ। ডাবর কোম্পানির সামগ্রীর মধ্যে চালক হয়তো ফেনসিডিলের পেটি লুকিয়ে রেখে ছিল।

মিঠুনকে দেখতে হাসপাতালে সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রবিবার তাঁকে দেখতে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেডে বসেই সুকান্তর সঙ্গে এদিন কথা বলেন মিঠুন। এদিকে শনিবারই তাঁকে দেখতে যান সোহম চক্রবর্তী, দেব, রাজ চক্রবর্তীর মতো তারকারা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন তাঁকে যাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন সকলেই তৃণমূলের তারকা-জনপ্রতিনিধিও, যে দল এক সময় মিঠুন চক্রবর্তীকে রাজ্যসভায় সাংসদ হিসাবে পাঠিয়েছিল। যদিও একুশের বিধানসভা ভোটের আগে মিঠুন শিবির বদলান। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। ভোটে সেবার বিজেপির প্রার্থীদের হয়ে জোরাল প্রচারও করেছিলেন মিঠুন। এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্তদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে মিঠুনের জায়গা হয়নি। যা নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হয়। এরমধ্যে আবার শনিবার মিঠুন অসুস্থ হওয়ার পর বিজেপির কাউকে হাসপাতালে দেখা যায়নি। যদিও রবিবার দেখা গেল সুকান্তকে।

এদিকে সূত্রের খবর, শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয় তাঁদের। মিঠুন এদিন হাসতে হাসতেই বলেন, ‘শনিবারও শুটিংটা করতে পারলে ভালো হত।’ প্রসঙ্গত, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। ‘ডিস্কো ডান্সার’ থেকে ভারতীয় সিনেপ্রেমীদের ‘মহাগুরু’ তিনি। শনিবার সেই মিঠুন অসুস্থ হয়ে কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। ৭৩ বছর বয়সি এই অভিনেতার ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে বলে হাসপাতালের তরফে শনিবার বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ইস্কিমিক সেরিব্রোভাসকিউলার অ্যাক্সিডেন্ট। তাঁর মস্তিষ্কের এমআরআই করা হয়। গঠিত হয় মেডিক্যাল টিম। বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়।

প্রচার-নজরদারি থামতেই হাতে পাতলা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ

আইন মানছে কে?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যতক্ষণ নজরদারি, ততক্ষণই ভয়। নজরদারি থামলেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেদার ব্যবহার হচ্ছে একবার ব্যবহার যোগ্য ফিনফিনে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ।

২০২২ সালে ১২০ মাইক্রনের কম ঘনত্বের প্লাস্টিকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। অথচ, তার এক বছর পরেও শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে এখনও ‘নিষিদ্ধ’ প্লাস্টিকের রমরমা চোখে পড়ার মতো। পুরসভার তরফে একসময় জোরদার প্রচার হলেও, সময় যতই এগিয়েছে প্রচার ও নজরদারি দুই থেমেছে। হ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশ পেয়ে প্রথমে পুরসভা ঠিক করেছিল, প্লাস্টিক ব্যবহারে যাঁরা নিয়মভঙ্গ করবেন, সেই সমস্ত বিক্রেতাকে ৫০০ টাকা ও ক্রেতাদের ৫০ টাকা

করে জরিমানা করা হবে। পুরসভার বাজার দপ্তরের তরফে সেই জরিমানা আদায় করার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই জরিমানা আদায় করা হয়নি। তবে, বাজারে এখনও ১২০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপন সমাদ্দারের সাফাই, ‘প্লাস্টিক বাইরের রাজ্য থেকে এ রাজ্যে ঢুকছে। ওই প্লাস্টিক কে আটকাবে? নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের বিক্রি বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন না করলে পাতলা প্লাস্টিক বন্ধ করা খুব মুশকিল।’

আইন হলেও আজও শহর কলকাতার বাজার-দোকানে দেদার ব্যবহৃত হচ্ছে পাতলা প্লাস্টিক। পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, এই সমস্ত প্লাস্টিক যত্রতত্র পড়ে থেকে বিপদ ডেকে আনে। বিশেষত, নিকাশি নালার গালিপিটে তা আটকে গিয়ে বর্ষায় জল জমছে এলাকায়। পরিবেশকর্মীরা জানাচ্ছেন, আগের তুলনায় এখন ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণই হল, প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় নিকাশির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া। অথচ, ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা পেয়ে প্রথম প্রথম পুরসভার তরফে প্রচার চালানো হয়েছিল। পরে সেই প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি, পুরসভার প্রতিশ্রুতি মতো পাতলা প্লাস্টিক ব্যবহারকারী ক্রেতা-বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে জরিমানা নেওয়ার কাজটাও শুরু করা হয়নি।

কিন্তু কেন? পুর পরিবেশ বিভাগের আধিকারিকদের পাল্টা যুক্তি, শহরে পুকুর ভরাট ঠেকানো, হেরিটেজ ভবন রক্ষার দায়িত্ব-সহ একাধিক কাজ ওই বিভাগের মাত্র ২০ জন কর্মী-আধিকারিকের কাঁধে রয়েছে। তাঁদেরই এক জনের অভিযোগ, ‘এত কম লোকবল নিয়ে দপ্তরের একাধিক কাজ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।’ আবার পাতলা প্লাস্টিকের ব্যবহার ঠেকাতে জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে বাজার ও লাইসেন্স বিভাগকেও পরিবেশ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছিল। অভিযোগ, গত এক বছরে সেই কাজও বিন্দুমাত্র হয়নি। যদিও মেয়র পারিষদের (পরিবেশ) যুক্তি, ‘শুধু জরিমানা করে কাজের কাজ হবে না। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বন্ধে কেন্দ্রকে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হবে। যাতে কারখানায় পাতলা প্লাস্টিক তৈরি পুরোপুরি বন্ধ করা যায়।’

বরানগরে যুবক ‘খুনের’ নেপথ্যে ত্রিকোন প্রেম!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগরের নিরঞ্জন সেন নগরে তাপস সাহা নামে যুবকের মৃত্যুতে সামনে আসছে ত্রিকোন প্রেমের তত্ত্ব। পরিবারের অভিযোগ তাপসকে খুন করা হয়েছে।

অভিযোগের তির মৃতের স্ত্রীর প্রথম পক্ষের স্বামীর দিকেই। যদিও ঘটনায় অভিযুক্তরা পলাতক। অভিযোগ উঠেছে, নিরঞ্জন সেন নগরের বাসিন্দা মৃত যুবক তাপস সাহার সঙ্গে এলাকার আর এক যুবক শিবু দাসের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তা নিয়ে তাপসের সঙ্গে শিবুর বিবাদ চরমে ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে শিবুর স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাপস। অভিযোগ, তারপর থেকেই তাপসকে রীতিমতো প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত শিবু। মৃতের মা লক্ষ্মী সাহা জানান, শনিবার রাতে ছেলে কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। বেলঘড়িয়া স্টেশনে নেমে বাড়ির দিকে আসার সময় সিসিআর ব্রিজের কাছে শিবু তাঁর দলবল নিয়ে তাপসের ওপর চড়াও হয়। মারধরের ঘটনা ছেলে ফোন করে স্ত্রীকে জানায়। লক্ষ্মী দেবীর দাবি, ‘ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রেললাইনের ধারে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।’ লক্ষ্মীদেবীর অভিযোগ, এক সপ্তাহ আগে ছেলে ও বউমাকে শিবু মারধোর করেছিল। সেদিন শিবু দেখে নেবার হুমকিও দিয়েছিল। এদিন ভোরের দিকে বরানগর থানার পুলিশ তাপসের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এদিন তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় নিরঞ্জন সেন নগরে। পুলিশ তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। যদিও ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা অভিযুক্ত শিবু দাস ও তাঁর দলবল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বরানগর থানার পুলিশ।

সম্পাদকীয়

বিচারব্যবস্থায় শাসকের হাত লাগলে গণতন্ত্রের শেষ বনিয়াদও ধ্বংস হয়ে যাবে

সংবিধানের প্রধান উপাদান যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার, তাকে কী করে খর্ব করে ক্ষমতাসীন থাকার মেয়াদকে প্রলম্বিত করা যায়, তারই প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করি সেই ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে। সেখানেই এসেছে নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের নতুন সংযোজন। মৌলিক অধিকারকে গৌণ করে মৌলিক কর্তব্যকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার সেই ধারা আজও ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। 'অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' এখানে গুরুত্ব হারিয়েছে। সরকার তার কর্তব্য করুক না করুক, সরকার যেমন চাইছে জনগণকে সেই মতো তার কর্তব্য করে যেতে হবে। এটাই এখন তথাকথিত গণতন্ত্রের মূল কথা। এটাই বোধ করি বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রকৃত স্বরূপ। রাষ্ট্র এখানে শাসকের হাতে সাধারণ মানুষের উপর শোষণ এবং নিপীড়নের যন্ত্র। সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান পরিবর্তন করে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করা বা বিরোধী শক্তিকে শায়েস্তা করার চেষ্টা বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের কাছে বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যাপারে বাধা হিসাবে কাজ করে যে বিচারব্যবস্থা, সেই বিচারব্যবস্থাকে নিজেদের পক্ষপুটে আনার প্রচেষ্টাও সে কারণে অব্যাহত। বিচারপতি নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থা সংসদ মেনে নিতে পারছে না। এই ব্যবস্থায় তারা নিজেদের পছন্দের বিচারপতিদের বসাতে পারছে না। এখানে সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কলেজিয়ামের হাতে বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব। সেই কারণে বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি থেকে আইনমন্ত্রী সবাই চাইছেন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন। তাঁদের মতে, মানুষই ভোট দিয়ে কোনও সরকারকে ক্ষমতায় আনে। তাই সংসদই বিচারপতি নিয়োগ করবে। অথচ, দিনের পর দিন নির্বাচনে অর্থ ও হিংসার অবাধ প্রয়োগ চলছে। আজ ওই কলেজিয়ামের পরিবর্তনে যদি সংসদের হাতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা চলে আসে, বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ চলে আসে, তা হলে 'আর্বান নকশাল', 'আন্দোলনজীবী' ইত্যাদি রকমারি তকমা ছাড়াই বিরোধী কণ্ঠস্বর বা বিরোধীদের কার্যকলাপকে স্তব্ধ করে দিতে বেশি বেগ পেতে হবে না সরকারকে। এমনিতেই বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ কর্মী, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী, বিভিন্ন বর্গের নাগরিক রাষ্ট্রীয় রোষের কবলে। এর পর বিচারব্যবস্থার উপর শাসকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে এলে গণতন্ত্রের যেটুকু বনিয়াদ অবশিষ্ট আছে, তাও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

জন্মদিন

আজকের দিন

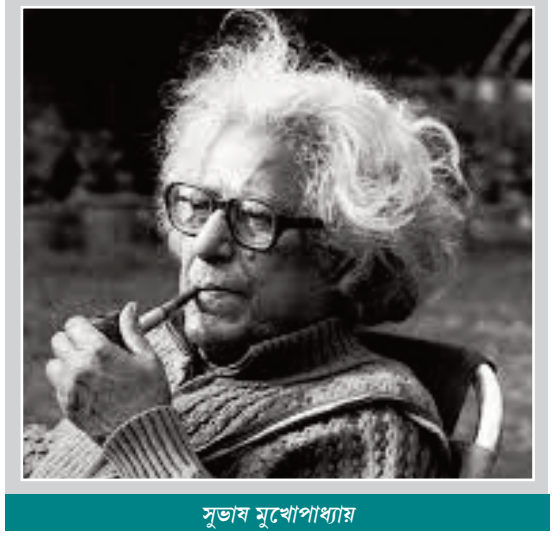

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯১৯ *বিশিষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রাণের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের জন্মদিন।*

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০ বছর

অশোক সেনগুপ্ত

মাদাম কামা, ভগত সিং, বিনায়ক দামোদর সাভারকর; যদি প্রশ্ন করা হয় এঁরা কারা? অনেকেই জবাব দেবেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এঁরা জড়িয়ে ছিলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে। যদি প্রশ্ন করা হয় মদন লাল ধিংরা, রাম প্রসাদ বিসমিল, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে;এই ত্রয়ী সম্পর্কে, তাহলেও মিলবে একই উত্তর। আর, আশফাক উল্লাহ খান, লালা হরদয়াল, শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা, লালা লাজপত রায় ; এঁদের মিলটা কোথায়? উত্তরটা হল স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, ওপরোক্ত ১০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিল কী? ক'জন উত্তর দিতে পারবেন তাতে সন্দেহ আছে। সত্যিটা হল ওই ১০ জনই দয়ানন্দ সরস্বতীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আজ ওই হিন্দু ধর্মগুরু, সমাজ সংস্কারক এবং*আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতার (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪, মৌরভী, টঙ্কর, সৌরাষ্ট্র, গুজরাত*, ৩০ অক্টোবর ১৮৮৩,*আজমীর) ২০০ বছর পূর্ণ হল।

পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের মোরভি শহরে এক ধনাঢ্য নিষ্ঠাবান 'সামবেদী' ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম মূলশংকর। ছোটবেলায় বাবার কাছেই পড়াশোনা। ইংরেজি শেখার সুযোগ না হওয়ায় প্রথম থেকেই তিনি সংস্কৃত ভালভাবে আয়ত্ত্ব করেন। ধীরে ধীরে সমগ্র যজুর্বেদ ও আংশিকভাবে অপর তিন বেদ, ব্যাকরণ, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, অলংকার, স্মৃতি প্রভৃতিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত কাশী শাস্ত্রার্থে তিনি তৎকালীন পন্ডিতদের হারিয়ে বিশেষ খ্যাতি পান। হিন্দু সমাজ থেকে কুসংস্কার দুর করতে এবং বেদ প্রতিষ্ঠা করতে বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন, গড়ে তোলেন আর্য সমাজ। তাঁর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ' ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাব রেখেছিল।

ওপরে উল্লেখিত ১০ নামী বক্তিত্বই কেবল নন, ভারতের ইতিহাসে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, যাঁরা দয়ানন্দের মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন রাই সাহেব পুরান চাঁদ, পণ্ডিত লেখ রাম, কিষান সিং, ভাই পরমানন্দ, মহাত্মা হংসরাজ, যোগমায়া নৃপানে প্রমুখ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহাত্মা মুন্সী রাম বিজ নামেও পরিচিত ছিলেন। ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা কর্মী ও একজন আর্য সমাজ সন্ন্যাসী। তিনিও দয়ানন্দ সরস্বতীর শিক্ষা প্রচার করেছিলেন।

ছেলেবেলায় মূলশঙ্করের (দয়ানন্দ সরস্বতী) ছোট বোন ও কাকা কলেরায় মারা যান। ব্যাথিত হয়ে তিনি মৃত্যুচিন্তা এবং অমরত্ব লাভের উপায়ের খোঁজ শুরু করেন। ফলে তাঁর চিন্তা-ভাবনায় বৈরাগ্যভাব আসে। এই অবস্থা দেখে তার বাবা-মা তাঁকে বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করেন। কিন্তু তিনি ঠিক করেন, বিয়ে তাঁর জন্য নয়। ১৮৪৬ সালে ২২ বছর বয়েসে বিয়ের দিন তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান।

দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৪৬ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর সত্যান্বেষণ ও অমৃতের সন্ধানে নর্মদা নদীর অরণ্য সঙ্কুল তীরভূমি থেকে আরম্ভ করে হিমালয়ের বরফাচ্ছন্ন শিখর দেশ পর্যন্ত বিভিন্ন মঠে, মন্দিরে সাধুসঙ্গে ও যোগসাধনায় কাটান। এ সময়ে তাঁর সাথে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়।

এক ব্রহ্মচারীর কাছে তিনি*ব্রহ্মচর্যের*দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় 'ব্রহ্মচারী শুদ্ধাচৈতন্য'। একদিন ব্রহ্মচারীবেশে সিদ্ধপুরের মেলায় থাকাকালে তাঁর বাবা খোঁজ পেয়ে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। কিন্তু ফের তিনি পালান। এরপর তিনি পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস নেন। তখন তাঁর নাম হয়*দয়ানন্দ সরস্বতী'। জোয়ালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরির কাছে তিনি যোগবিদ্যা শেখেন। এসব ঘটনা ১৮৫৫ সালের মাঝে হয়েছিল।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে, মথুরায় তিনি গুরু বিরজানন্দ দণ্ডীর শিষ্য হন। বিরজানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দুধর্ম তার মূল ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং এর অনেক অনুশীলন অশুদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর কাছে প্রায় ছয় বছর শেখেন দয়ানন্দ সরস্বতী। এর পর বিরজানন্দকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি বেদবিদ্যা ও আর্যজ্ঞানের প্রচার এবং হিন্দু বিশ্বাসে বেদের যথাযথ স্থান পুনরুদ্ধারে নিজেকে উৎসর্গ করবেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় দয়ানন্দ সরস্বতী মূর্তিপূজা, বেদবিরুদ্ধ আচারসমূহকে কুসংস্কার বা স্ব-পরিচর্যা প্রথা বলে প্রতিবাদ করেন। পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ স্বার্থপর পণ্ডিতদের রচনা বলে প্রচার করেন। তিনি বামমার্গী, শৈব ও বৈষ্ণব মতকে ভ্রান্ত বলে তাদের কুসংস্কারমূলক ধরাণা প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিতেন এবং তাঁদের ভস্মলেপন, রুদ্রাক্ষ ও তিলক ধারণ করার প্রথাকে অপ্রয়েজনীয় মনে করতেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী বলতেন, 'সাধনার জন্য বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করার প্রয়োজন নেই, ইহা পশুবৎ মানুষের কর্ম।' সে সময় বহু পণ্ডিতের সাথে এ বিষয়ে তার ধর্মীয় বিতর্ক হয়। তার যুক্তি এবং সংস্কৃত ও বেদ জ্ঞানের শক্তির দ্বারা তিনি বারবার বিজয়ী হন। এসব কারণে তিনি অনেকের শূলদৃষ্টির কারণ হন। ১৮৬৯ সালে ১৭ই নভেম্বর বারাণসীর কাশীতে ২৭ জন বিদ্বান এবং ১২ জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সাথে তাঁর বিতর্কের হয়। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল, 'বেদ মূর্তিপূজা সমর্থন করে?' বিতর্কে ৫০,০০০ এরও বেশি লোকের উপস্থিতি হয়েছিল বলে শোনা যায়। সেই বিতর্কেও স্বামী দয়ানন্দ কাশীর পণ্ডিতদের হারিয়ে দেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী বলতেন, 'সাধনার জন্য বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করার প্রয়োজন নেই, ইহা পশুবৎ মানুষের কর্ম।' সে সময় বহু পণ্ডিতের সাথে এ বিষয়ে তার ধর্মীয় বিতর্ক হয়। তার যুক্তি এবং সংস্কৃত ও বেদ জ্ঞানের শক্তির দ্বারা তিনি বারবার বিজয়ী হন। এসব কারণে তিনি অনেকের শূলদৃষ্টির কারণ হন। ১৮৬৯ সালে ১৭ই নভেম্বর বারাণসীর কাশীতে ২৭ জন বিদ্বান এবং ১২ জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সাথে তাঁর বিতর্কের হয়। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল, 'বেদ মূর্তিপূজা সমর্থন করে?' বিতর্কে ৫০,০০০ এরও বেশি লোকের উপস্থিতি হয়েছিল বলে শোনা যায়। সেই বিতর্কেও স্বামী দয়ানন্দ কাশীর পণ্ডিতদের হারিয়ে দেন।

বিতর্কের পাশাপাশি তিনি বহু সমাবেশে বক্তৃতা রাখতেন। তাঁর ব্যাখ্যান শুনতে বহু লোকের সমাগম হতো। যার ফলে বহু লোক বৈদিক মতবাদে প্রভাবিত হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী নিরাকার একেশ্বরবাদি মত প্রচার করেছিলেন। তিনি বেদ ভিত্তিক বৈদিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নারীদের সমান অধিকার ও সম্মানের কথা তিনি বলেন। বলিপ্রথা, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি কথা বলেছেন। লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর বেদ শিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন। বৈদিক শাস্ত্রের প্রতি মানুষের বিমুখতার জন্য তিনি বৈদিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ এর মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী*ভারতে তাঁর প্রথম সংস্কার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টা ছিল মূলত ঔবৈদিক বিদ্যালয়দ বা 'গুরুকুল' স্থাপনের লক্ষ্যে যা শিক্ষার্থীদের বৈদিক জ্ঞান, সংস্কৃতি ও ধর্মের গুরুত্ব দেয়। পরে রোহতকের মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, আজমীরের মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়, জলন্ধরের D.A.V বিশ্ববিদ্যালয় (দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুল সিস্টেম) তাঁর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজমীরের দয়ানন্দ কলেজ সহ দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজ পরিচালনা কমিটির অধীনে ৯০০ টিরও অধিক স্কুল এবং কলেজ রয়েছে। শিল্পপতি নানজি কালিদাস মেহতা মহর্ষি দয়ানন্দ বিজ্ঞান কলেজ নির্মাণ করেন এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর নামে নামকরণ করে পোরবন্দরের শিক্ষা সমিতিকে দান করেন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মত প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় আসেন। তখন কেশবচন্দ্র সেনের*আমন্ত্রনে তিনি সংস্কৃত এবং হিন্দিতে ব্যাখ্যান শুরু করেন। কলকাতায় বেদ-পাঠশালা তৈরির জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে ২৩ জন সদস্য নিয়ে বোম্বাইয়ে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রথম আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৮৭৭ সালে লাহোরে, ১৮৭৮ সালে মুলতানে ও মিরাটে, ১৮৮১ সালে আগ্রা ইত্যাদি স্থানে তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক অনুসারীই সেসময় আর্য সমাজে যোগ দেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করার জন্য দয়ানন্দ সরস্বতীর অবদান উল্লেখযোগ্য। যোগব্যায়াম, আসন, শিক্ষা, প্রচার, উপদেশ এবং লেখার মাধ্যমে তিনি হিন্দু জাতিকে স্বরাজ্য, জাতীয়তাবাদ এবং আধ্যাত্মিকতার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

যোধপুরের মহারাজা দ্বিতীয় যশবন্ত সিং স্বামী দয়ানন্দকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। তিনি স্বামী দয়ানন্দের শিষ্য হতে আগ্রহী ছিলেন। একদিন বিশ্রামাগারে মহারাজাকে 'নান্হী জান' নামে এক গণিকার সাথে দেখে স্বামী দয়ানন্দ তাঁকে ভর্ৎসনা করেন, নারী ও সমস্ত অনৈতিক কাজ ত্যাগের উপদেশ দেন। তাঁকে প্রকৃত আর্যের মতো আচরণ করতে বলেন। স্বামী দয়ানন্দের এই পরামর্শে নান্হী ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৯ সেপ্টেম্বর, নান্হী ঘুষ দিয়ে রাঁধুনি জগন্নাথকে দিয়ে বিষ ও কাচের গুঁড়ো মেশানো দুধ পরিবেশন করেন। সেটি পানের পর বেশ কয়েক দিন স্বামী দয়ানন্দ শয্যাশায়ী হয়ে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেন।

মহারাজ দ্রুত তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু চিকিৎসক আসার সময়, তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হয়। তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তখন দয়ানন্দের কষ্ট দেখে রাঁধুনি জগন্নাথ দয়ানন্দের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। মৃত্যুশয্যায় থাকা স্বামী দয়ানন্দ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে এক ব্যাগ অর্থ দিয়ে মহারাজের লোকেদের হতে পড়ার আগে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

এরপর, মহারাজা স্বামী দয়ানন্দকে মাউন্ট আবুতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আবুতে কিছু সময় থাকার পর, উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৬ অক্টোবর তাঁকে আজমীর পাঠানো হয়। এতে*তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হয়নি। এবং ১৮৮৩ সালের ৩০ অক্টোবর দীপাবলির সন্ধ্যায় মন্ত্র জপ করতে করতে*তিনি মারা যান।

১৯৬২ ও ২০০০ সালে ভারত সরকার স্বামী দয়ানন্দকে নিয়ে দুটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগ জেলার দাবিতে স্মারকলিপি জমা পদ্ম শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ক্রমেই জোরালো হচ্ছে নতুন আরামবাগ জেলার দাবি। বিডিও অফিস-সহ মহকুমা শাসকের অফিসে ইতিমধ্যেই আরামবাগ জেলার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে পদ্ম শিবির। আরামবাগের একাধিক এলাকাকে পুরসভা করারও দাবি উঠেছে। অনেকেই তুলনা টানছেন শ্রীরামপুরের সঙ্গে। তুলে আনা হচ্ছে জনসংখ্যার তত্ত্বও। এদিকে আরামবাগ শহরের ভেতর দিয়ে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার সঙ্গে সরাসরি সংযোগের জন্য রয়েছে সড়ক পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। বর্তমানে আরামবাগ শহরের ভিতর দিয়ে চাওড়া রাস্তা জেলা শহরের জন্য উপযুক্ত। আরামবাগে এমন কিছু সরকারি অফিস আছে যেখানে জেলার কাজগুলি সবই প্রায় হয়ে যায়। অর্থাৎ জেলা তৈরির জন্য পরিকাঠামোগত দিক থেকেও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে আরামবাগ। এদিকে আরামবাগ মহকুমা থেকে জেলা সদর যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা। এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। এর ফলে জেলার অন্য অংশের তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বা উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি পিছিয়ে পড়ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার অনেকেই। রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আরামবাগকে আলাদা সাংগঠনিক জেলা হিসাবে ঘোষণা করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাজাতে। এখানেই অনেকে প্রশ্ন করছেন তাহলে প্রশাসনিকভাবে আলাদা জেলার স্বীকৃতি দিলে সমস্যাটা কোথায়? ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বলছেন, যে কোনও জেলা সদর সাধারণত জেলার কেন্দ্রের কাছাকাছি হয় (যেমন একটা বৃত্তের কেন্দ্র)। কিন্তু হুগলি জেলাটি ডিম্বাকৃতি। একেবারে এক প্রান্তে চুঁচুড়া আর ঠিক বিপরীত প্রান্তে আরামবাগ মহকুমা। গোঘাট থানা তো অনেক দূর। এর ফলে প্রশাসনের কর্তাদের প্রশাসনিক কাজে চুঁচুড়া যেতে অনেক সময় ব্যয় হয়। অভিযোগ উঠেছে বঞ্চনারও। বর্ষায় প্রায়ই বন্যা কবলিত আরামবাগে বন্যার ত্রাণ এলে সেটা হুগলি জেলায় প্রতিটি ব্লকে ভাগ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের হাহাকার থাকলেও প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়, বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ কার্য নিয়ে। কেউ কেউ আবার একেবারে ইতিহাসের খতিয়ান তুলে বলছেন জেলার দাবি তো আজকের নয়, প্রায় দু'শো বছর আগের। তখন থেকেই আলাদা জেলার দাবি ধীরে ধীরে উঠছিল।

আকাশে রহস্যজনক ড্রোন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আকাশে রহস্যজনকভাবে উড়ছিল একটি ড্রোন। দীর্ঘক্ষণ পরে সেই ড্রোনটি আবার সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি জায়গায় নেমে যায়। আর তাতেই সন্দেহ বাড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। আতঙ্কিত সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রীনভ্যালি এলাকার বাসিন্দারা খবর দেয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অবশেষে ওই রহস্যজনক ড্রোনটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় পুলিশ। রবিবার এই ঘটনার জেরে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রীনভ্যালি এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে আচমকায় কালো রঙের একটি ড্রোন আকাশে উড়তে দেখা যায়। এর পরই সেটি গ্রীনভ্যালি সোসাইটির মাঠের পড়ে থাকে। অনবরত সেই ড্রোনটি থেকে অদ্ভুত ধরনের আলো জ্বলছিল। তা দেখেই অনেকে আতঙ্কিত বোধ করেই পুলিশকে খবর দেয়। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। যে এলাকা থেকে রহস্যজনক এই ড্রোনটি উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে সীমান্ত। কাঁটাতারের বেড়ার পাশাপাশি এই এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মাঝ বরাবর মহানন্দা নদী রয়েছে। ফলে এই রহস্যজনক ড্রোনটি কোথা থেকে এল, কেনই বা ওই এলাকার আকাশে এটি উড়ছিল করছিল তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি রহস্যজনক ড্রোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই ড্রোনটিতে ক্যামেরা রয়েছে। উদ্ধার হওয়া ড্রোনটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। তবে এটি কোথা থেকে এল, সে ব্যাপারেও পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারেনি তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

খানাকুলে মুখ্যমন্ত্রীর নাম দেওয়া রূপনন্দিনী ঘাটে অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির খানাকুলে রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী ঘাট দখল করে দোকান নির্মাণের প্রতিবাদ করায় মারধর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদককে। অভিযোগ রাতের অন্ধকারে ধান্যঘোরীর বিজেপি প্রধান কার্তিক ঘোড়ার নেতৃত্বে মারধর করা হয়। যদিও তিনি তা অস্বীকার করেন। জানা গেছে, শনিবার রাতে কলকাতা থেকে বন্দর বাসস্ট্যান্ড এলাকার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অজয় পোড়ে বাড়ি ফেরেন। তারপর তাকে স্থানীয় লোক মারফত নাকি ডেকে পাঠানো হয়। তিনি এর আগেই রূপনারায়ণ নদের ফেরিঘাট সংলগ্ন জায়গার উপর অবৈধ নির্মাণ হওয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন। অবৈধ নির্মাণ বন্ধের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়ে ছিলেন। অভিযোগ সেই আক্রোশ থেকেই শনিবার রাতে তাকে দশ- বারো জন মিলে বেধড়ক মারধর করে। প্রথমে তাকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য স্থানীয় একটি ট্রাস্টের উদ্যোগে ২০১৭ সালে খানাকুল বন্দরের রূপনারায়ণ নদের ঘাটটি নির্মাণ করা হয়। ঘাটে পুজো ও সন্ধ্যা আরতি হত। ঘাট দখল হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় একটি ট্রাস্ট আরামবাগে আদালতের দ্বারস্থ হন। জায়গাটির ওপর গত ৫ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা নোটিস জারি হয়। আইনি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রূপনারায়ণ নদের তীরে রূপনন্দিনী ঘাটে বারাণসীর আদলে সন্ধ্যা আরতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দূরদূরান্তের ভক্তরা ঘাটের সন্ধ্যা আরতি দেখতে ভীড় জমাচ্ছিলেন। খানাকুলে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ঘাটে সন্ধ্যা আরতি বন্ধ হয়ে যায়। ট্রাস্টের সদস্যরা জানান, ধান্যঘোরী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৩ সালে নদী ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে ৬০ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ ফুট চওড়া জায়গায়

পুজো প্রার্থনা ও আরতির জন্য ঘাটটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। ঘাটে ২০১৫ সাল থেকে পুজো অর্চনা আরতি শুরু হয়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ২০১৭ সালে ঘাটের নামকরণ করেন 'রূপনন্দিনী'। সেই ঘাট দখল করে দোকানঘর নির্মাণ করাকে নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। যদিও গুরুতর জখম ব্যক্তির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ট্রাস্টের এক সদস্য জানান, ঘাটটি বেআইনিভাবে দখল করে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী দোকানঘর নির্মাণ করছেন। আইনি নোটিস জারি করার পরেও নিয়ম মানছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যাবসায়ী সংগঠনের তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আর এই জন্য ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অজয় পোড়েকে ওরা জোটবদ্ধ হয়ে মারধর করে। স্থানীয় প্রধান কার্তিক ঘোড়া মদত দেয়। বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান কার্তিক ঘোড়া বলেন, মিথ্যা অভিযোগ। ব্যবসায়ী সমিতির হিসাব নিয়ে গন্ডগোল। মারধর করা হয়নি। অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি নজরে আসার পরেই পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, বন্দরে ঘটনার কথা শুনেছি। এটা অনভিপ্রেত ঘটনা। বাঞ্ছনীয় নয়। দলগত ভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিক বলেন, বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে স্থানীয় প্রধানের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। তবে আহত ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অজয় পোড়ে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। যারা মারধর করেছে তাদের শাস্তির দাবি করছি।

ইন্দাসে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতার অঙ্ক বৃদ্ধি করেছে রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্দাসে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হল, উপস্থিত তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন ঠিক তার আগে রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতার অঙ্ক বৃদ্ধি করেছে। স্বাভাবিকভাবেই খুশি রাজ্যের মহিলারা। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্দাসে একটি কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হল। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উচ্ছ্বসিত মহিলারা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিষ্টিমুখ করান। এদিনের কর্মিসভাতে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার মধ্যে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা এদিনের কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন।

নির্দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কেন্দ্র সরকারের একাধিক জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, রাজ্য সরকারকে বঞ্চনা ও একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলে রবিবার বিকেলে নয়গ্রাম ব্লকের ৫ নম্বর অঞ্চলের আমলাকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হল প্রতিবাদ মিছিল। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল শেষে মরিচ বুথের গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী নির্দল প্রার্থী সহ ১০০টি পরিবার নির্দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের সামিল হতে তারা নির্দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউত, অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর হাঁসদা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু একই পরিবারের দুই মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের দু'জনের। মৃত দু'জনের নাম সুমিত্রা ঘোষ ও স্বর্ণময়ী ঘোষ। মৃত দুই মহিলার বাড়ি নদিয়ার কালিগঞ্জ থানার চাকুন্দী গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার সকালে নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার রায়বালির দুধমিল সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সড়কে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই মহিলা কালীপুজো উপলক্ষ্যে কুবেরনগর এলাকায় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ঘুরতে এসেছিলেন। রবিবার সকালে জামাইয়ের বাইকে চেপে ওই দুই মহিলা বাড়ি ফেরার পথে রায়বালি এলাকায় অপরদিক থেকে একটি লরি দ্রুত গতিতে ছুটে এসে তাদের বাইকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুরুতর জখম অবস্থায় দুই মহিলা সহ বাইক চালক প্রণব কুমার ঘোষকে উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুমিত্রা ঘোষ ও স্বর্ণময়ী ঘোষকে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন জামাই প্রণব কুমার ঘোষ। দুর্ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘাতক লরিটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: দিন তিনেক আগে হাওড়ার বাকসিহাটে নৌকোডুবির ঘটনায় এ পর্যন্ত তিনজনের দেহ উদ্ধার হল। এই ঘটনায় মোট পাঁচজন নিখোঁজ ছিল। ইতিমধ্যেই একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। রবিবার সকালে আরো দু'জনের দেহ উদ্ধার হল। মৃতদেহ নাম অচ্যুৎ সাহা ও ঋষভ পাল (৭)। অচ্যুতের দেহ খানাকুল থানার পানশিউলি ঘাট থেকে ও ঋষভের দেহ জয়পুর থানার বেড়াল ঘাট থেকে উদ্ধার করে এনডিআরএফ।

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কলকাতা রেজিস্ট্রার সামকন ইনফ্রাভেঞ্চারস এলএলপি (এলএলপিআইএন : এএএইচ-৮৯৯৭), ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

● ভারত এবং ভারতে বাইরে সকল ধরনের রিয়েল এস্টেট, সম্পত্তি, জমি উন্নয়ন, পরিকাঠামো সুবিধাদি, এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি যে কোনও ধরনের, মুক্ত,ইজারাধারী,ভাড়া বা অন্যভাবে লেনদেন ব্যবসা পরিচালনা, সকল ধরনের নির্মাণ এবং বিল্ডিং মেটেরিয়ালস, মেশিনারিজ, টুলস, প্রয়োগ, সরঞ্জাম, অ্যাপারেটাস ইত্যাদি লেনদেন এবং পূর্ব এবং নির্মাণ কারী হিসেবে, সিভিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা, সরবরাহকারী, বিল্ডার্স, প্রমোটার্স, এস্টেট প্রতিনিধি এবং কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ।;

● ডেভেলপিং, এস্টাবলিশিং, প্রমোটিং, অ্যারেঞ্জিং, ডিজাইনিং, নির্মাণ,নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধায়ক, ম্যানেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ,পরিচালন এবং ব্যবস্থাকরণের কাজ পরিচালনা, সকল ধরনের পরিকাঠামো সংক্রান্তর সুবিধা প্রদান, অ্যামেনিটিস, নেটওয়ার্কিং, প্ল্যাটফর্ম, লজিস্টিক,সার্ভিসেস, টেকনিক্যাল সহায়তা,সিস্টেম গঠন ইত্যাদির ব্যবসা পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের সংস্থাপনা এবং পরিচালনা সকল ধরনের লেনদেন, বাণিজ্যিক এবং শিল্প সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনা, এবং ট্রেড এক্সচেঞ্জ ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া, এবং পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ার, ডেকোরেটর, সার্ভেয়ার, হিসেবে কাজ করা।

● আমদানি এবং রফতানি ব্যবসায় ডিলার এবং অভিজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের লৌহ এবং ইস্পাতের, বিশেষ স্টিল, কার্বন স্টিল,টুল অ্যালয় স্টিল,মাইল্ড স্টিল, এবং অন্যান্য ধরনের এবং বিভিন্ন গ্রেডেরে লৌহ এবং ইস্পাত এবং স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ পরিচালনা এবং রূপায়ণ এবং উৎপাদন এবং লেনদেন স্টিল বিলেট, স্টিল রড, স্টিল ইনগট, স্টিল সিট, স্টিল ওয়্যার এবং সকল ধরনের লৌহ এবং স্টিল পণ্য নির্মাণ, বিক্রি বেং লেনদেন সমুদয় বিষয় এবং যেকোনও বাই প্রোডাক্ট যা লৌহ এবং ইস্পাৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি রুম নং ১০পি, ১ম তল, ৫ ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি (ক্লাইভ রো), কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিত ভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
সামকন ইনফ্রাভেঞ্চারস এলএলপি'র পক্ষে
স্বা/-
গুঞ্জন সিংঘানিয়া
অংশীদার

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"

রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের
১৩ ধারা সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স রীতু কালেকশনস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51900WB2009PTC131634)
ঠিকানা -
১৬৫/এ নেতাজি সুভাষ রোড, ৫ম তল, রুম নং ১৬, রাজা কাটরা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ০৯.০২.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে গুজরাত রাজ্যে কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার ক্লজ II অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে - ১৬৫/এ নেতাজি সুভাষ রোড, ৫ম তল, রুম নং ১৬, রাজা কাটরা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০৭

আবেদনকারীর পক্ষে
রীতু কালেকশনস প্রা. লি.
স্বা/-
তারিখ : ১১.০২.২০২৪ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা

NOTICE

I, ADV. SUBHANKAR MONDAL AS PER MY CLIENT'S INSTRUCTION OF SK. LUTFAR RAHMAN S/O SK. HOSSAIN ALI, is going to sale a property at Mouza - Jinpur, J.L. No. 84, in L.R. Dag No. 367 under L.R. Khatian No. 1020, area 4 satak together with one storied house about 828 sq. ft. in favour of Sk. Munna, S/o Sk. Mohammad Muklesh, residence at Jinpur (Dakshin Para), P.O. Kolachara, P.S. Haripal, Dist. Hooghly, Pin- 712405.

If any person has objection regarding the sale, he/she/they may contact me below address within 7 days from this day failing which no further claims, objection etc. Shall be entertained after 7 days from this day of publication of newspaper notice and we will complete the all proceeding.

ADV. SUBHANKAR MONDAL
REGD NO. WB 1520/1700/2018
Residence at Domjur, P.O. South Jhapordah, P.S. Domjur, Howrah, Pin – 711405
Ph: 79981 14832 / 89107 97372

হুগলী নদি জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড

৪/৫ ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, হাওড়া ষ্টেশন হাওড়া -১
রেজিস্ট্রেশন নং-২৮/১৯৮০

এতদ্বারা হুগলী নদি জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/সদস্যা কে জানানো যাইতেছে যে আগামী **২৮-০৩-২৪ তারিখে** সমিতির হাওড়া হেড অফিস প্রাঙ্গনে সকাল ১১ টায় একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য বিষয়- পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন [নির্বাচনের নির্ঘন্ট নিচে সংযুক্ত হইল]

স্বা/- জয় ধর
প্রশাসক
হুগলী নদি জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড

Memo No HNJPSSL/ELEC/24-5 Date- 09-02-24

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট

[ক] খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ- ১৫-০২-২৪ দুপুর ১২ টায় সমিতির হাওড়া হেড অফিসে। ঐ তালিকায় সংযোজন/সংশোধন বা বিয়োজন সংক্রান্ত বক্তব্য জানানোর তারিখ ও স্থান ১৯-০২-২৪ ও ২০-০২-২৪ সমিতির হাওড়া হেড অফিস ১১am থেকে বিকাল ৪pm।

বক্ত্যব্যের শুনানী- ২২-০২-২৪ সমিতির হাওড়া হেড অফিসে ১২.৩০ pm থেকে ৩.৩০ pm

চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ- ২৮-০২-২৪ দুপুর ১২ টায় সমিতির হাওড়া হেড অফিসে

[খ] পরিচালক মন্ডলীর সংখ্যা- ১২ জন, যার মধ্যে ২ টি আসন মহিলাদের জন্য ও ১টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

- **মনোনয়ন পত্র বিলি**- ২৯-০২-২৪ সমিতির হাওড়া হেড অফিসে ১২.৩০ pm থেকে ৩.৩০ pm.

মনোনয়ন পত্র পেশ- ০১-০৩-২৪ ও ০৪-০৩-২৪ ,সমিতির হাওড়া হেড অফিসে ১২.৩০pm থেকে ৩.৩০pm

- **মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা**-০৬-০৩-২৪ সমিতির হাওড়া হেড অফিসে ১২.৩০ pm থেকে শুরু
- **বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ**- ০৬-০৩-২৪ সমিতির হাওড়া হেড অফিসে [মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা শেষে]
- **মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থী পদ প্রত্যাহার**-০৭-০৩-২৪ বিকেল ৩ টে পর্যন্ত সমিতির হাওড়া হেড অফিসে।
- **বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ**- সমিতির হাওড়া হেড অফিসে -০৭-০৩-২৪ বিকাল ৩ টার পর
- **ভোট গ্রহনের তারিখ, সময় ও স্থান** -২৮-০৩-২৪ সমিতির হাওড়া হেড অফিস প্রাঙ্গনে ১১am থেকে 2 pm
- **ভোট গণনা**-২৮-০৩-২৪ (সমিতির হাওড়া হেড অফিসে।
- **গণনার পর ফল ঘোষনা**-২৮-০৩-২৪ (সমিতির হাওড়া হেড অফিসে) ।

স্বা/- দেবব্রত দত্ত ও স্বা/- শচীন্দ্রনাথ বালা
সহকারি রিটার্নিং অফিসার
তারিখ-০৯-০২-২৪ **হুগলী নদি জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড**

সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

(২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে একটি কোম্পানি)
কোম্পানির অফিস : ৭/১১/এ, বিজয়গড় কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে সম্পদের বিক্রয়

আবেদন এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ : ৫ মার্চ ২০২৪
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৭ মার্চ ২০২৪
ব্লক - ১ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, ব্লক - ২ দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত,
ব্লক - ৩ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
(প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
কলকাতার মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে:
https://www.eauctions.co.in

বিক্রয়ের জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির প্রাথমিক বিবরণ : লাখ টাকায়

সম্পদ/স্থান	ঠিকানা/এরিয়া	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
অফিস স্পেস-১	অফিস স্পেস ২য় তলে পরিমাণ আনুমানিক ৫৩৬ বর্গফুট বিইউএ , ৬৪৩ বর্গফুট এসবিএ স্বত্বাধিকারী কোম্পানি কর্তৃক উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মীনা পাড়া রোড, বিজয়গড়, পো : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫ অধীন, কলকাতা : ৭০০০৩২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১	২৬.৫১	২.৬৫
অফিস স্পেস -২	অফিস স্পেস ৩য় তলে পরিমাণ আনুমানিক ৫৫৪ বর্গফুট বিইউএ, ৬৬৫ বর্গফুট এসবিএ মালিকানা কোম্পানির উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মীনা পাড়া রোড, বিজয়গড়,পো : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫,কলকাতা : ৭০০০৩২, জেলা : ২৪ পরগনা।	২	২৭.৭৯	২.৭৮
অফিস স্পেস-৩	বাণিজ্যিক সম্পত্তি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ইউনিট নং ১এ, অবস্থিত সমুদয় দোতলা পরিমাণ আনুমানিক ৩০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস সংশ্লিষ্ট সাত তলা ভবনে এবং জমির স্বত্ব অধিকার লিফটের সুবিধা সমন্বিত ৭০বি সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রেড,ওয়ার্ড নং ৫৩, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৩-১৮- ১৪৩-০, কেএমসি অধিক্ষেত্র অধীন, থানা : তালতলা, ৭০০০১৪। (উক্ত সম্পত্তি সময়ভিত্তিক চুক্তি ব্যতীত ভাড়াটিয়া হিসেবে দখলীকৃত।)	৩	২৮৮.৯৯	২৮.৯০

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি এবং সম্পত্তির বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট : http://www.eauctions.co.in থেকে।
যেকোনও আগ্রহী ক্রেতা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে অনুসন্ধানের পর টেন্ডার দাখিল করতে পারেন।
ই-নিলাম এজেন্সির পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি (লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড) :
শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইস্তাক আহমেদ
ই-মেল আইডি - admin@eauctions.co.in, মোবাইল নং - + ৯১৯৮৭০০৯৯৭১৩
লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি : সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল,
ইমেল আইডি : cirp.scmpl@gmail.com মোবাইল নং : + ৯১ ৯৮৩০৫৮১৫৭৫

স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সেফ কার্গো মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত - লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
স্থান : হাওড়া রেজি. ঠিকানা : ভবানী এনক্লেভ, ৩ডি, ৯৯সি, গিরিশ ঘোষ রোড,
তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৫.০৩.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ** (স্বত্বা : শ্রী শ্রীদাম দেউটি) গ্রাম : হায়েতনগর, পো : সিরাকোল, থানা : উস্তি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৫ শ্রী শ্রীদাম দেউটি পিতা প্রয়াত বেচুলাল দেউটি, গ্রাম : হায়েতনগর, পো : শ্রীকোল, থানা : উস্তি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৫ এবং আরও : ২১৬, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৫৩ এবং অরও গ্রাম এবং পো : বড়গগন গোহালিয়া, থানা : বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৩ **শাখা : ভবানীপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাণ ১৬ শতক এবং তদস্থিত ফ্যাক্টরি শেড মৌজা র হায়েতনগর রাজারহাট, তৌজি নং : ৩৮৫, জেএল নং ০১, আরএস নং ১, দাগ নং ১১১৩, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০ খতিয়ান নং ৬৫, ১২০, ৮৮, ৫৪৮, ৫৪৯ স্থানীয় সিরাকোল গ্রাম পঞ্চায়েত সাব রেজিস্ট্রি উস্তি, পো সিরাকোল, থানা: উস্তি, পিন : ৭৪৩৫১৩ জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী শ্রীদাম দেউটি। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : পঞ্চায়েত সড়ক, **দক্ষিণে :** রশিদ মোল্লার সম্পত্তি (পূর্বতন অডিও ভিডিও উপবন গাগরদেন), **পূর্বে :** শ' মিল হারুন রশিদ মোল্লার (পূর্বতন মোতি ঘোষের গোচারণ ভূমি), **পশ্চিমে : শ'** মিল আসরফ আলি মোল্লার (পূর্বতন গোচারণভূমি শ্রী তাপস ভোরের)।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৩৪,২০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৪২,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB3225515129 ছ) ৬৭,২৭,২০৭.০০ টাকা (সাতষট্টি লাখ সাতাশ হাজার দুশো সাত টাকা) ০৭.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
২	**শ্রীমতি সোমা জানা** স্বামী বাসুদেব জানা , ফ্ল্যাট নং এইচ ৩য়তলে, (পবনী অ্যাপার্টমেন্ট), প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা : ৭০০০৮৪ এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রী বাসুদেব জানা পিতা হরিপদ জানা,ফ্ল্যাট নং এইচ ৩য়তলে, পাবনি অ্যাপার্টমেন্ট)প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা : ৭০০০৮৪ (এ/সি- ৫০৪২৩৯০০৭০৩) **শাখা : সাউদার্ন এভিনিউ-২**	সংশ্লিষ্ট সকল ফ্ল্যাট নং এইচ, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এবং এক বারান্দা পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া ৫০.১৪ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ৫৩৯ বর্গফুট কমবেশি ৩য়তলে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দিকে ভবনের এবং ১/১০ অংশ যথাযথ ভাগ অংশ অবিভক্ত স্পত্তির জমি এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত সকল ঢাকা গ্যারাজ স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ১৭৮ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর পূর্ব দিকে একতলায় জি-৩ তলা ভবনে পাবনি অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর, এবং ডাক ঠিকানা র ২৯/২৯, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর,কলকাতা ৭০০০৪৮ কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০১, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, সালের, পৃষ্ঠা ৭৯১ থেকে ৮২৬, দলিল নং ১৬০৫০৮০১৩- ২০১৭ সালের, অনুযায়ী শ্রীমতি সোমা জানা এবং শ্রী বাসুদেব জানার নামে। **উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৯১৬, ৯১৭ এবং ৮৭৭ জমি, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, **পশ্চিমে** : জমি দাগ নং ৯১৮, শ্রীমতি সোমা জানা এবং শ্রী বাসুদেব জানা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৮,৩৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৮৩,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30204634466 ছ) ২৫,১৬,৭৭০.০০ টাকা ০৭.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৩	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আরতি এন্টারপ্রাইজ** (স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অপর্ণা পোদ্দার), ৪২ডি, নর্থ নওদাপাড়া রোড, পো- আড়িয়াদহ, কলকাতা- ৭০০০৫৭ **শ্রীমতি অপর্ণা পোদ্দার** (ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) ৪২ডি, নর্থ নওদাপাড়া রোড, পো- আড়িয়াদহ, কলকাতা- ৭০০০৫৭ **শ্রীমতি আরতি পোদ্দার** (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ৪২ডি, নর্থ নওদাপাড়া রোড, পো- আড়িয়াদহ, কলকাতা- ৭০০০৫৭ **শাখা- পাইকপাড়া**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মোকরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ৩ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন ঢাকা এরিয়া ৫০০ বর্গফুট একতলায় এবং আরও ঢাকা এরিয়া ৫০০ বর্গফুট দোতলায় অবস্থিত জেএল নং ১, সিএস প্লট নং [illegible]	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৬,১৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৬১,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30097966614 ছ) ২৬,০৫,২৫১.০০ টাকা [illegible] ০৭.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৪	**মেসার্স পবিত্র হোসিয়ারি** (স্বত্বা : শ্রী মনোজ কুমার ভুইঞা) বি/১৬/১/এইচ/১ বারিন ঘোষ রোড, মানিকতলা, কলকাতা- ৭০০০৬৭, শ্রী মনোজ কুমার ভুইঞা [illegible] **শাখা : অরবিন্দ সরণি।**	[illegible]	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৮,১২,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৮১,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30138724515 ছ) ৫৩,৪৪,৪০৬.০০ টাকা [illegible] ০৭.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ... https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi ১৫.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। [illegible] https://ibapi.in [illegible] www.mstcecommerce.com [illegible]

তারিখ : ০৮.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রেজিঃ নং- ৫৮, তাং- ১৯-০৩-১৯৬৩)
গ্রাম- নসিবপুর, পোঃ- নসিবপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক সংখ্যা-৭১ তাং- ০৯.০২.২০২৪

এতদ্বারা গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সামিতির সকল সদস্য /সদস্যা বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১০/০৩/২০২৪ তারিখ , রবিবার , ডেলিগেট/ প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে। সকল সদস্য /সদস্যা বৃন্দকে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে। নিম্নে নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হইল ।

---৪৫ জন প্রতিনিধির নির্বাচনী নির্ঘন্ট---

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়ন পত্র বিতরণ	১৯/০২/২০২৪ এবং ২০/০২/২০২৪	বেলা ১১ টা হইতে বিকাল ৫ টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
২	মনোনয়ন পত্র গ্রহন	১৯/০২/২০২৪ এবং ২০/০২/২০২৪	বেলা ১১ টা হইতে বিকাল ৫ টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২২/০২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৪	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২২/০২/২০২৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৫	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২৩/০২/২০২৪	বিকাল ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৩/০২/২০২৪	বিকাল ৩ টের পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
৭	প্রতিনিধি নির্বাচন	১০/০৩/২০২৪	বেলা ১১ টা হইতে দুপুর ৩ টা	মোল্লা সিমলা হাই মাদ্রাসা গ্রাম + পো- মোল্লাসিমলা থানা- সিঙ্গুর, হুগলী
৮	নির্বাচনের ভোট গণনা	১০/০৩/২০২৪	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা গ্রাম + পো- মোল্লাসিমলা থানা- সিঙ্গুর, হুগলী
৯	নির্বাচনের ফল প্রকাশ	১০/০৩/২০২৪	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়

দ্রষ্টব্যঃ (১) প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচনের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হবার যে যোগ্যতা তা থাকতে হবে। অনুরূপভাবে Disqualification বা অযোগ্যতার শর্তাবলীও প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে। (U/S 32(2),(5) with Provision, (6) (a),(b), (7) and (8). U/S 134C, (10) (a), (b), (c) and (12) (c) of W.B.C.S. Act,2006 as amended up to date & Rule 42 of W.B.C.S. Rule,2011 as amended.) (২) প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়কেই ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। (৩) একজন প্রস্তাবক বা সমর্থক নির্বাচনক্ষেত্র ভিত্তিক যতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে ততজনকে প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবে। (৪) একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের সদস্য/ভোটার শুধুমাত্র ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটদান করতে পারবেন। (৫) ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত সচিত্র পরিচয়পত্রের যে কোন একটি অবশ্যই আনতে হবে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্বাচন এলাকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম ও নং	গ্রামের নাম	মোট সভ্য সংখ্যা	নির্বাচন যোগ্য প্রতিনিধির সংখ্যা	ভোট গ্রহন কেন্দ্র
১	জোন- ১	নসিবপুর, মোল্লাসিমলা	864	17	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা, গ্রাম + পো- মোল্লাসিমলা থানা- সিঙ্গুর,হুগলী
২	জোন- ২	রসুলপুর, দুর্গারামপুর, ডাঁসী,	436	9	
৩	জোন- ৩	দিয়াড়া, গোবিন্দপুর, রামচন্দ্রপুর, মহম্মদপুর, পাহালামপুর, আজবনগর, বেড়।	595	12	
৪	জোন- ৪	পুরুষোত্তমপুর, সুন্দরপুর, ভাণ্ডারদহ, দেশাপাড়া ।	370	7	

সৌমেন মিত্র
সহকারী রিটারনিং অফিসার
গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ,

গৌরাঙ্গ চৌধুরী
সহকারী রিটারনিং অফিসার
গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ,

লোকসভা ভোটের আগেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত খানাকুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ক্রমশ রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেড়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে হুগলির খানাকুল বিধানসভা। এবার খানাকুলের কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই ঘটনায় একজন গুরুতর জখম অবস্থায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। জখম তৃণমূল কর্মীর নাম তাপস বেরা। বাড়ি কিশোরপুরের নিরঞ্জন বাটি এলাকায়। অভিযোগ, সদ্য দায়িত্ব পাওয়া খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপেন মাইতির অনুগামীরা মারধর করে। জখম তৃণমূল কর্মী কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান সন্দীপ বরের অনুগামী ছিলেন। তবে তিনি এখন কোনও দল করেননি বলে জানান। তাঁর দাবি শনিবার নিরঞ্জন বাটিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। জানা গেছে, অনুষ্ঠান চলাকালীন বচসা থেকে চিরঞ্জিৎ বেরা লোকজন নিয়ে এসে মারধর করে। চিরঞ্জিৎ বেরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপেন মাইতির লোক। আহত অবস্থায় তাপস বেরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছিলেন। তারপর স্থানীয় লোকজন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। এই বিষয়ে ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দীপেন মাইতি বলেন, আরামবাগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন। তাই সেই বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি। তাছাড়া তাপস বেরাকে আমি চিনি না। কখন কি নিয়ে মারপিট হচ্ছে তা জানি না। তবে এই বিষয়ে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কাটমানির টাকার ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূলের মারপিট। পুলিশ প্রশাসনের উচিত যার মদতে মারপিট হচ্ছে তাকে গ্রেপ্তার করা। ভোটের আগে এলাকাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। সবমিলিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভা করবেন। তার আগে খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে মারপিটের ঘটনায় অস্বস্তিতে শাসক দল।

‘বিজেপিকে চাই! বহিরাগত দেবশ্রী চৌধুরীকে নয়’ লেখা পোস্টার ঘিরে রায়গঞ্জে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ফের পোস্টার বিতর্ক রায়গঞ্জ শহরে। এবারে লোকসভা নির্বাচনের আগে সরাসরি রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর নামে পোস্টারে ছয়লাপ গোটা শহর। এই পোস্টারে লেখা রয়েছে বিজেপিকে চাই! বহিরাগত দেবশ্রী চৌধুরীকে নয়। যাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যকর্তা বৃন্দের পক্ষ থেকে এই ব্যানার লাগানো হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে ব্যানারগুলিতে। যাকে ঘিরে জেলা বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী কলহ প্রকাশ পাচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পাশাপাশি এটা বিজেপির কর্মীরা জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের। যদিও এর পেছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি জেলা বিজেপি নেতৃত্বের। পাশাপাশি এ ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনো নেতা-কর্মীদের সম্পর্ক নেই বলেই সাফ জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে এর আগেও দুই বার জেলার ভূমিপুত্র/পুত্রীদের প্রার্থী করতে হবে বলে পোস্টার পরেছিল। যাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। তবে এবার সরাসরি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর নামে পোস্টার লাগানোর ঘটনায় ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি অরিন্দম সরকার বলেন, এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। এর আগেও বিজেপির নেতাকর্মীরা সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর বিরুদ্ধে পোস্টার লাগিয়েছিলেন। এ জেলায় বিজেপির সংগঠন তলানিতে এসে ঠেকেছে। এর সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই।

যদিও এই ঘটনায় বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার বলেন, জেলায় বিজেপিকে ভয় পেয়ে বিরোধীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বিরোধীরা। তবে এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এই ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এ ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্কের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে আরামবাগকে জেলা করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগে আসছেন আজ অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি। তার আগে রবিবার আরামবাগকে জেলা করার দাবিতে জোরদার আন্দোলনে আরামবাগবাসী। এদিন আরামবাগে রীতিমতো প্রেসমিট করে আরামবাগকে জেলা করার দাবি ওঠে। আরামবাগকে জেলা করতে হবে, এই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরব আরামবাগ জেলা পক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতারাও চাইছেন আরামবাগকে জেলার স্বীকৃতি দেওয়া হোক। বর্তমানে জেলা সদর দপ্তর চুঁচুড়া, যা বহু মানুষকে প্রায় ১৫০ কিমি অতিক্রম করে যেতে হয়। জেলার শেষ প্রান্তে একদিকে মেদিনীপুর লাগোয়া অন্যদিকে হাওড়া, এছাড়াও আরামবাগ হল ৫ টি জেলার সংযোগস্থল। আরামবাগের মধ্যে অবস্থিত একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান, অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটা। আরামবাগের ওপর দিয়েই যেতে হয়। বিদ্যাসাগর, সারদা মায়ের জন্মভূমি। আরামবাগে মেডিক্যাল কলেজ, রেলস্টেশন থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষেত্র রয়েছে। আরামবাগ অর্থনৈতিক দিক থেকে একাধিক ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন ব্যাংক সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আরামবাগে অবস্থিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে একাধিক জেলাকে ভেঙেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক গুরুত্বকে সামনে রেখে আরামবাগকে জেলা ঘোষণার দাবি তুলেছেন সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল। ইতিমধ্যেই আরামবাগ জেলা পক্ষে ২ লক্ষ মানুষের সই সংগ্রহ করে পাঠানো হয় বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। এই বিষয়ে আরামবাগ জেলা চাই পক্ষের সম্পাদক সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, আমরা আরামবাগকে জেলা হিসাবে চাই। বহু কষ্ট করে আমাদের চুঁচুড়ায় যেতে হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন আরামবাগকে জেলা করা হোক। অন্যদিকে আরামবাগ জেলা পক্ষের অন্যতম দাবিদার সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আরামবাগকে জেলা ঘোষণা করা হলে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৯.০২.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২২.০২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে ২৯.০২.২০২৪ তারিখে** সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. শ্রীমতি প্রীতি সাহা**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ

সম্পত্তি নং ১ ঃ ১৮,১২,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮১,২০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ১১,৩০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,১৩,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ৩ ঃ ৯,০৬,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৯০,৬০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)

সম্পত্তি নং ১ :
ফ্ল্যাট নং ‘এ’, ৮৭৮ বর্গফুট এসবিইউএ (৭০২ বর্গফুট বিইউএ) ৩য় তলে, ‘প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট’ এর উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭,ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থার অধীন, পো এবং থানা - চন্দননগর,জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা-চন্দননগর, জেএল নং : ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির শ্রেণি-‘বাস্তু’। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**
সম্পত্তি নং ২:
ফ্ল্যাট নং ‘সি’, ৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ) একতলায় ‘প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট’এর উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থার অধীন,পো এবং থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগর,জেএল নং০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯, এবং ১৫০১, জমির শ্রেণি -‘বাস্তু’। **(সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত)**
সম্পত্তি নং : ৩
মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাম-হোসেনবাদ, পো - মগরা, কুন্ডু পাম্পের নিকট, হুগলি, পিন-৭১২১৪৮-এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি। **(সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত)**

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০৩.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ‘‘আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।’’

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **১৪.০৩.২০২৪** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা (চার কোটি একান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা) ২৭.০৭.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড ঠিকানা** - গ্রাম খাদালগোবরা, পো এবং থানা - দিঘা, জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪২৮ **এবং** পদ্মপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা প্রয়াত অমূল্য চরণ সামন্ত **এবং শ্রীমতি স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী শ্রী শুভাশিস সামন্ত **ঠিকানা** - নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল-বি৪, হাটাবারি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং একতলা ভবন পরিমাণ এরিয়া ৮.১৭ ডেসিমেল অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১০৮, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৪,আরএস প্লট নং ৮০৫, এলআর প্লট নং ৮৭৭, মৌজা : পদ্মপুকুর, থানা : কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর,সম্পত্তি শুভাশিস সামন্ত এর নামে ক) ৪৯০৯/২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি -১; খ) ৬৬৫৭/২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত এজিএসআর কাঁথি-১, গ) ৭৩৪/২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস কাঁথি-১, ঘ) ৭৩৫/২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১ (উক্ত সকল দলিল মোট এরিয়া ৮.১৭ ডেসিমেল)।
সংরক্ষিত মূল ৫৫,১১,০০০ টাকা বায়না জমা ৫,৫১,১০০ টাকা ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ২০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ১০৮০ বর্গফুট ৪র্থতলে, বি ব্লক,নির্মাণের স্পেসিফিকেশন এবং দ্রব্যাদি। বিল্ডিংয়ের ডিজাইন আর সি সি কলাম ফাউন্ডেশন একতলা এবং তদস্থিত তিনতলা বেসমেন্ট সহ ৭০ বর্গফুট নং ২ চিহ্নিত পার্কিং এরিয়া হিসেবে। সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, পিআর এলআর খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, মৌজা : হাটাবারি, ওয়ার্ড নং ৯, এডিএসআর অফিস, কাঁথি-১, পরগনা : মাজনামুথা, থানা : কাঁথি, কাঁথি পুরসভা , দলিল নং ২১২৮/২০১১, অনুযায়ী শুভাশিস সামন্তর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ২৪.৩০,০০ টাকা, বায়না জমা ২,৪৩,০০০, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০, ০০০.০০ টাকা।
সম্পত্তি নং ৩ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১২.৫ ডেসিমেল অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস দাগ নং ৬৫০ এবং ৬৫১, এলআর দাগ নং ৭০৩ এবং ৭০৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, ১৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৬০, মৌজা : পদ্মপুকুর, ওয়ার্ড নং ১৮, এডিএসআর -কাঁথি-১, থানা : কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ৬১৪৭/২০১১, অনুযায়ী সম্পত্তি শুভাশিস সামন্তর নামে। সংরক্ষিত মূল্য ৮৯,৮০,০০০ টাকা বায়না জমা : ৮,৯৮, ০০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।
সম্পত্তি নং ৪ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১৯ ডেসিমেল মৌজা : ফরিদপুর,জেএল নং ৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৪২, এলআর দাগ নং ১২১৪, থানা : কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ৮৪১৬/২০০৯ অনুযায়ী শুভাশিস সামন্তর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য : ১১,১২,০০০ টাকা, বায়না জমা : ১,১১,২০০ টাকা,ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪ — SARB FILE NO. 19473/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **১৪.০৩.২০২৪** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৭০,৩৮,৬৫৪.৯০ টাকা (সত্তর লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো চুয়ান্ন টাকা এবং নব্বই পয়সা) ১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী জগন্নাথ এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা-সুজিত কুমার ঘোষ) এবং শ্রীমতি চামেলি ঘোষ (জামিনদাতা)** স্বামী সুজিত কুমার ঘোষ **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ডি/৩, বসুন্ধরা আবাসন, হোল্ডিং নং ৫২/১, দে চৌধুরী স্ট্রিট, পো. এবং থানা - রানাঘাট, নদিয়া - ৭৪১২০১ **এবং শ্রী প্রবীর কুমার সেন (জামিনদাতা)** পিতা রবীন্দ্র চন্দ্র সেন **ঠিকানা** - হোল্ডিং নং ২, শ্যামবাবু ঘাট লেন, পো. এবং থানা - রানাঘাট, নদিয়া - ৭৪১২০১ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : ১. সংশ্লিষ্ট জমির সকল অংশ পরিমাণ ২.৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত অংশত তিনতলা বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া জিএফ, এফএফ-৬০৫ বর্গফুট, এসএফ - ২২৫ বর্গফুট (প্ল্যান অনুযায়ী) অবস্থিত হোল্ডিং নং ২, শ্যামবাবু ঘাট লেন, জেএল নং ১৫৫ , আরএস খতিয়ান নং ২৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮৮৬, ৩৪২, ৮১৩৭, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১২৮৮৫, আরএস দাগ নং ১৪৬৮, এলআর দাগ নং ৪৮২৩, ষষ্ঠীতলার নিকট, মৌজা : রানাঘাট, ওয়ার্ড নং ৪, নদিয়া : ৭৪১২০১। চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : কৃষ্ণমণি পালের ভবন, পূর্বে : দীজেন্দ্রনাথ কুন্ডুর ভবন, পশ্চিমে : প্রতিমা কর এর ভবন। দলিল নং ১২৫৩-২০১১ সালের অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী প্রবীর কুমার সেন এর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ২৫,৮৩,০০০ টাকা, বায়না জমা র ২,৫৮,৩০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ : ২. সংশ্লিষ্ট জমির সকল অংশ পরিমাণ ১০,৭০৬ ডেসিমেল জমিস্থিত ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, পরিমাণ ১৩৪৭ বর্গফুট প্লট নং আরএস ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২২৫ এবং এলআর ৪৫১৬, ৪৫১৭, ৪৫১৫, ৪৫০৬, মৌজা : রানাঘাট, জেএল নং ১৫৫ খতিয়ান নং এলআর ১৩৩৪৩ অফিস অধিক্ষেত্র এডিএসআর রানাঘাট এবং ডি আর নদিয়া। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : লেন, পশ্চিমে : সাধারণের চলার পথ সমন্বিত। দলিল নং ১২১৪ -২০০৮ সালের অনুযায়ী শ্রীমতি চামেলী ঘোষের নামে।
সংরক্ষিত মূল্য : ২৮,৮৩,০০০ টাকা, বায়না জমা : ২,৮৮,৩০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪ — SARB FILE NO. 19439/HT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১২.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শাখা-স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘সেখানে যা আছে’’, ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’ ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৫.০৩.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত
প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: ‘‘আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।’’

ক্র. নং-১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা যেমন আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫.০৩.২০২৪** তারিখে, **২৩,১৯,৭২৫.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ উনিশ হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র) ২৬.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - ঋণগ্রহীতা- **শ্রী রাজেশ হেলা,** পিতা- প্রয়াত গয়া প্রসাদ হেলা, হোল্ডিং নং-৩৬৭, প্রাণতোষ পল্লী, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৭ **এবং** শ্যামনগর দক্ষিণ জুট মিল, লাইন নং বি, কিউইউ নং ১১৯, পোস্ট- গারুলিয়া, থানা - নোয়াপাড়া (মাইকপীর মাজার), উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৩৩- এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে: **১৭,৯৬,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে **১,৭৯,৬০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মুল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৩৪০ বর্গফুট পরিমাপের একতলা কাঠামো সহ ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ৩২.৪৩ বর্গ ফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের যার মৌজা- গড় শ্যামনগর, জেএল নং ১৯, এলওপি-২১, সিএস প্লট নং. ১৩৬ (পি), এলআর দাগ নং ১৩৬, খতিয়ান নং ১২৯৯, হোল্ডিং নং ৩৬৭, প্রণতোষ পল্লী, ওয়ার্ড নং ২ (নতুন), ২০ (পুরাতন), গারুলিয়া পৌরসভার অধীনে, এডিএসআর- নৈহাটি, থানা-জগদ্দল , জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, স্বত্ব দলিল নং - ২০১৯ সালের ১৫০৭০০২০৭, বই নং -১, ভলিউম নং ১৫০৭-২০১৯ পৃষ্ঠা ৪১৯৯ থেকে ৪২২৮ পর্যন্ত এডিএসআর- নৈহাটিতে রেজিস্টার্ড। সম্পত্তিটি শ্রী রাজেশ হেলার নামে আছে,পিতা- প্রয়াত গয়া প্রসাদ হেলা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- এলওপি নং ২০, দক্ষিণ- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, পূর্ব- ঝিল, পশ্চিম- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ- ০৮.০৩.২০২৪ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৪৭১/ডিকেএম, যোগাযোগ নং- ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্র. নং-২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা যেমন আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫.০৩.২০২৪** তারিখে, **২০,৯৭,৪১৪.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশো চৌদ্দ টাকা মাত্র) ০৭.১১.২০১৯** অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে ঋণগ্রহীতা **শ্রী দেবাশিস মোদক,** পিতা- নির্মল মোদক, ঠিকানা- রবীন্দ্র নাথ কলোনি, অনুকূল মোড়, কল্যাণী, পোস্ট- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫ এবং বি-১২/১৯২, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫, **শ্রী নির্মল মোদক,** পিতা- প্রয়াত সদারাম মোদক, **শ্রীমতী রেণুকা মোদক,** স্বামী- নির্মল মোদক, **ঠিকানা-** রবীন্দ্র নাথ কলোনি, অনুকূল মোড়, কল্যাণী, পোস্ট- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫-এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে: **১৫,৯১,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে: **১,৫৯,১০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মুল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

একতলা আবাসিক ভবন সহ ১৭১০ বর্গফুট বা ২.৩৭৫ কাঠা বসতবাড়ির জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলওপি নং- ১৭৮ আরএস প্লট নং ৬৪৬২ (পি), মৌজা- কল্যাণী জেএল নং- ৫৮, থানা- কল্যাণী,জেলা- নদীয়া, ওয়ার্ড নং -৫, ১৭৮ হোল্ডিং নং ই-১৫-১৭২/ কল্যাণী পৌরসভার অধীনে সীমার মধ্যে, পিন- ৭৪১২৩৫, সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস কল্যাণী, দলিল নম্বর- ৩১৮, বই নং- ১, ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৬৯ থেকে ৭২, ২০০২ সালে এডিএসআর কল্যাণী, নদীয়া এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নির্মল, পিতা- প্রয়াত সদারাম মোদক এবং শ্রীমতী রেণুকা মোদক, স্বামী- শ্রী নির্মল মোদকের নামে আছে। **নিম্নোক্ত মতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- এলওপি নং ১৭৬, দক্ষিণ-কলোনি রোড, পূর্ব- এলওপি নং ১৭৯, পশ্চিম- এলওপি নং ১৭৪ দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ- ০৮.০৩.২০২৪ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৩২৫/ডিকেএম, যোগাযোগ নং- ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্র. নং-৩

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **প্রতীকী দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা যেমন আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫.০৩.২০২৪** তারিখে **২৬,০৯,৮৭৩.৯০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ নয় হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) ০১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - ঋণগ্রহীতা- **শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহান** পিতা- রাজদেব চৌহান ৮সি, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, শিবতলা মাঠ, কলকাতা- ৭০০০৪৬ **এবং** প্রেমিসেস নং ৩/১, ২য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট -২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পোস্ট- গোবিন্দ খটিক রোড, থানা- তোপসিয়া, কলকাতা- ৭০০০৯৪৬ **এবং** ৮৯ এ,এজেসি বোস রোড, এন্টালি মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০১৪-এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে: **২৮,৪৬,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে: **২,৮৪,৬০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মুল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

জি+৪ বহুতল ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে দ্বিতীয় ফ্লোরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৬৭০ বর্গফুট সুপার-বিল্ট আপ এলাকা এবং ১ বেড রুম, ১ ড্রয়িং স্পেস, ১ রান্নাঘর, টয়লেট এবং ১ বারান্দা সমন্বিত, উক্ত ফ্ল্যাটটি বাস্তু জমি ৭ কাঠা ৩১ বর্গফুট পরিমাপের উপর অবস্থিত ৩/১১ হিঙ্গান জমাদার লেন, পোস্ট- গোবিন্দ খটিক, থানা- তোপসিয়া, কেএমসি এর সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০৫৯, বোরো- ৭, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-১২-০০৬৯-০, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত এবং বরাবর উল্লিখিত ফ্ল্যাটে আনুপাতিক এবং অবিভাজ্য শেয়ার সহ সমস্ত সাধারণ এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ যা বই ১, ভলিউম নং ১৬০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ১৩৪৯৩৯ থেকে ১৩৪৯৭০ -এ নিবন্ধিত স্বত্ব দলিল নং ২০১৯ সালের ১৬০৩০৪১১৯। সম্পত্তিটি শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহানের নামে আছে, পিতা- রাজদেব চৌহান। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০' ফুট চওড়া কেএমসি লেন, দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পূর্ব- হিঙ্গন জমাদার লেন, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ৩, হিঙ্গন জমাদার লেন দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ- ০৮.০৩.২০২৪ | প্রতীকী দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৫৮২/ডিকেএম, যোগাযোগ নং- ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্র. নং-৪

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা যেমন আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫.০৩.২০২৪** তারিখে **২৩,৪৪,৮৬০.৪৯ টাকা (তেইশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো ষাট টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - ঋণগ্রহীতা- **শ্রী অরুণাভা দেওয়ান,** পিতা- শ্রী শচীন্দ্রনাথ দেওয়ান, ১০এ/এইচ, ১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, গড়িয়াহাট, কলকাতা- ৭০০০১৯-এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে: **২৮,৪৩,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে: **২,৮৪,৩০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মুল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

অলোকানন্দ কমপ্লেক্সে বিয়ারিং ফ্ল্যাট নং ১২ এর সকল, ৩য় তলায় পরিমাপ প্রায় কমবেশি ৮৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যার মধ্যে রয়েছে ২(দুই) বেড রুম, ০১(এক) লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১(এক) রান্নাঘর, ০১(এক) টয়লেট, ০১(এক) বারান্দা, ০১(এক) ডব্লিউ সি পশ্চিম দিকে ব্লক-এ-তে টাইলস মেঝে সহ, যা প্রায় মোট ৫৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমিতে নির্মিত যার আর.এস. দাগ নং ১০৯২ এবং ১০৯৩, এলআর নং ১১২১ এবং ১১২২, এবং এলআর খতিয়ান নং ৪০১৫, ৪০১৬, ৪০১৭, ১২৮, ৩২৬৫, ১৯৮৮ এবং ২০০৩ মৌজা কন্দর্পপুর, বোয়ালিয়া, তৌজি নং ২৭৯, জেএল নং - ৪৯ রাজপুর সোনার পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ১৪৩৯ (নস্করপাড়া বোয়ালিয়া), পোস্ট-গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪ এডিএসআরও গড়িয়া (পূর্বতন সোনারপুর), জেলা- সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল নং ২০১৮ সালের ১৬২৯০৫৫২৪, বুক- ১, ভলিউম নং - ১৬২৯-২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৬৯১০৮ থেকে ১৬৯২০০ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী অরুণাভা দেওয়ানের নামে আছে, পিতা-প্রয়াত শচীন্দ্র নাথ দেওয়ান। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ২২ ফুট মিউনিসিপ্যালিটি রোড, (বোয়ালিয়া মেইন রোড), দক্ষিণ- আরএস দাগ নং ১১১২ এবং ১১১৪ এর জমি, পূর্ব- আরএস দাগ নং ১০৮৯, ১০৯২(পি) এবং ১০৯১, ১০৯০ এর জমি, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ১০৯৪, এবং ১০৯৫, ১০৯২ (পি), ১০৯৩ (পি) এর জমি দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ- ০৮.০৩.২০২৪ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৫৮৫/কেকে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১ ৯৩২৫৪

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ: ১২.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণে আহত জওয়ান

বিজাপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি: ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় আইইডি বিস্ফোরণের জেরে আহত হয়েছেন ছত্তিশগড়ের আর্মড ফোর্সের এক জওয়ান। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিজাপুরে জঙ্গল লাগোয়া ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিল ছত্তিশগড় আর্মড ফোর্সের জওয়ানরা। সে সময়ই এই বিস্ফোরণ ঘটে। এবং তাতেই আহত হন ওই জওয়ান।

ছত্তিশগড় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের জঙ্গল লাগোয়া ওই এলাকায় আইইডি বিছিয়ে রেখেছিল মাওবাদীরা। টহলদারির সময় তাতে চাপ পড়তেই বিস্ফোরণ ঘটে। এর পর তল্লাশি চালিয়ে তিনটি আইইডি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ৫ কেজি ওজনের তিনটি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। আহত জওয়ানের বিষয়ে ছত্তিশগড় পুলিশের এক অফিসার বলেছেন, 'বিস্ফোরণের জেরে পায়ে আঘাত লেগেছে ওই জওয়ানের। তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে দান্তেওয়াড়া জেলা হাসপাতালে আহত জওয়ানকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।' সেখান থেকে এয়ারলিফটের মাধ্যমে রায়পুরে আনা হয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু করোনা রোগীর

ক্ষতিপূরণের নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: তিন বছর পর বিচার পেলেন এক মহিলা। করোনার সময় স্বামীকে হারিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সরকারের থেকে ক্ষতিপূরণ পাননি। সরকারের যুক্তি ছিল, মৃত ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। অগত্যা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা। সেই মামলায় দিল্লি সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ২০২১ সালের ১৯ জুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মামলাকারীর স্বামীর। তার আগে দু'মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত হন তিনি। কিন্তু শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। তবে মৃত্যুর শংসাপত্রে লেখা ছিল, করোনা নয়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

অভিযোগ, রাজ্য সরকার এই শংসাপত্রকে হাতিয়ার করে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে। মৃতের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীই ছিলেন সংসারের এক মাত্র উপার্জনকারী। হৃদরোগ নয়, করোনা আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। দিল্লি হাইকোর্টে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করেন ওই মহিলা।

দীর্ঘ দিন ধরে মামলা চলে হাইকোর্টে। সম্প্রতি বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদের বেঞ্চ এই মামলার রায় দেয়। রায়দানের সময় বিচারপতি বলেন, 'মৃত ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসায় কোনও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর শংসাপত্রে হৃদরোগে কথা উল্লেখ থাকা মানে এই নয় যে তিনি কোভিডের জটিলতার শিকার হননি।'

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে, মৃতের পরিবারকে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, করোনায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকেই কোভিডে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। রাজ্যের যে কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মধ্যেই সেটি পড়বে। সুপ্রিম কোর্ট ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিলেও রাজ্য সরকার চাইলে এর বেশিও দিতে পারে। বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদ সুপ্রিম কোর্টের ২০২১ সালের সেই নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন নিজের রায়ে।

অঙ্গনওয়াড়ির চাকরির জন্য ডেকে ২০ মহিলাকে গণধর্ষণ!

জয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি: অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ২০ জন মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য রাজস্থানে। অভিযুক্ত মরু রাজ্যের সিরোহি পুরসভার চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মেওয়াদা এবং প্রাক্তন কমিশনার মহেন্দ্র চৌধুরী। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও। পুলিশ জানিয়েছে, এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পালি জেলার বাসিন্দা এক মহিলা সম্প্রতি দুই মহেন্দ্রর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। নির্যাতিতা জানান, তিনি এবং আরও ১৯ মহিলাকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে। মাস দুয়েক আগে তাঁরা অঙ্গনওয়াড়িতে কাজের জন্য সিরোহিতে এসেছিলেন। তখনই দেখা করেন পুরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারের সঙ্গে। তাঁরাই ওই মহিলাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় খাবারে মাদক মিশিয়ে বেহুঁশ করেন চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং তাঁদের সহযোগীরা গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।

মহিলার দাবি, জ্ঞান ফিরলে তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে কুকর্মের কথা স্বীকার করে চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সহযোগীরা। এমনকী ঘটনার ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল করা হয়। মহিলাদের কাছে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। এমনকী চাকরির বিনিময়ে পরেও শারীরিক সম্পর্কের জন্য চাপ দেওয়া হয়। যদিও ডিএসপি পরস চৌধুরী বলেন, এর আগে এই মহিলারা মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন। সম্প্রতি রাজস্থান হাইকোর্ট ৮ জন মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইস্তফা দিলেন হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ক্যাটলিন নোভাক

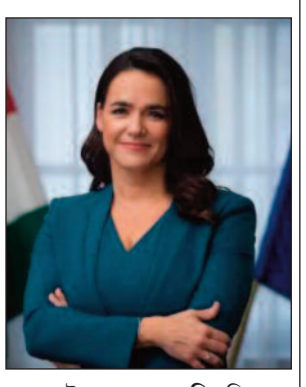

বুদাপেস্ট, ১১ ফেব্রুয়ারি: শিশুদের যৌন নির্যাতনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করায় প্রবল জনরোষের মুখে হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট। পরিস্থিতি এমন গড়াল, ইস্তফা দিলেন ক্যাটলিন নোভাক। তিনিই ছিলেন সেদেশের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। ২০২২ সালের মার্চে তিনি স্থলাভিষিক্ত হন।

এক টিভি বার্তায় ক্যাটলিন জানিয়েছেন, তিনি প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর কথায়, আমার ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনা বহু মানুষের বিভ্রান্তি ও অস্থিরতার কারণ হয়েছে। আমি ভুল করেছি।

প্রসঙ্গত, সরকারি হোমে শিশুদের যৌন নির্যাতনে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করাতেই তিনি জনরোষের মুখে পড়েছেন। ২০১৮ সালে ওই অপরাধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। হোমটির প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। অভিযোগ, নিজের 'বসে'র অপরাধ ঢাকতে চেষ্টা করছিলেন তিনি। নিগৃহীত শিশুদের উপরে মামলা তুলতে চাপ দেওয়ার কথাও জানা গিয়েছে। এহেন অপরাধীকে ক্ষমা করেছেন প্রেসিডেন্ট, এই খবর সামনে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছিল প্রতিবাদ। শেষপর্যন্ত শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের ভবনের বাইরেও প্রতিবাদ দেখান প্রতিবাদীরা। যদিও গত বছরের এপ্রিলে ওই অপরাধীকে ক্ষমা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১০ মার্চ হাঙ্গেরির প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ক্যাটলিন। তিনি সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের ঘনিষ্ঠ বলে জানা যায়। হাঙ্গেরিতে প্রেসিডেন্টের ভূমিকা আনুষ্ঠানিক। অপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে 'ড্যামেজ কন্ট্রোলে' নামতে হয়েছে অরবানকে। সেদেশের সংবিধানে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে, যেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারকে খর্ব করার কথা বলা হয়েছে।

হাসপাতালের মধ্যেই রিল হবু ডাক্তারদের!

শাস্তির মুখে ৩৮ ডাক্তারি পড়ুয়া

বেঙ্গালুরু, ১১ ফেব্রুয়ারি: তাঁরা লিখেছিলেন 'রিল ইট, ফিল ইট।' আর সেই রিলকে ঘিরেই বেঁধে গেল বিপত্তি। কর্নাটকের ৩৮ জন মেডিক্যাল পড়ুয়াকে হাসপাতালের মধ্যে রিল বানানোর অভিযোগে পড়তে হল 'শাস্তি'র মুখে। ১০ দিনের জন্য হাউসম্যানশিপ প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

গাদাগ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের ডিরেক্টর ড. বাসবরাজ বম্মানহিলি জানিয়েছেন, 'হাসপাতাল চত্বরে ইনস্টাগ্রাম রিল বানিয়েছিলেন ওই ৩৮ জন পড়ুয়া। এমন আইন ভাঙা বড় ভুল। তাঁরা যা করতে চান, তা হাসপাতালের বাইরে করলেই পারতেন। রোগীদের অসুবিধা সৃষ্টি না করে। আমরা কাউকে এমন কিছু করার অনুমতি দিইনি।' যদিও অভিযুক্ত পড়ুয়াদের দাবি, তাঁরা এই ধরনের কার্যকলাপ করেছেন প্রি-গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানের জন্য। এপ্রসঙ্গে বাসবরাজ বলছেন, 'ওঁরা যা বলছেন সে সম্পর্কে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি। ওঁদের হাউসম্যানশিপ আর ১০-২০ দিন চলার কথা ছিল। তা আরও ১০ দিন বাড়ানো হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ভিডিওটিতে ডাক্তারি পড়ুয়াদের হিন্দি ও কন্নড় গানে নাচতে দেখা গিয়েছিল। হাসপাতালের করিডরে তাঁদের ওই কাণ্ড ভাইরাল হয়েছিল দ্রুত। বয়ে গিয়েছিল নিন্দার ঝড়। প্রশ্ন উঠেছিল, কী করে হবু ডাক্তাররা হাসপাতালের মধ্যে এমন কাজ করতে পারেন। একদিন আগেই কর্নাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও এক চিকিৎসককে বরখাস্ত করা হয় অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে প্রি-ওয়েডিং ফটোশুট করার অভিযোগে।

সিকিমের মেলায় ঢুকে পড়ল দুধের ট্যাংকার!

চাকায় পিষে মৃত ৩, আহত কমপক্ষে ২০

গ্যাংটক, ১১ ফেব্রুয়ারি: মেলায় মজা-আনন্দ করতে গিয়েছিলেন সকলে। নিমেষেই সেখানে নামল বিষাদের ছায়া। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ল দুধের ট্যাংকার। ধাক্কা একের পর এক গাড়িতে। চোখের পলকেই ট্যাংকারের চাকার নীচে পিষে গেলেন অনেকে। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমে। এখনও অবধি ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। গুরুতর আহত কমপক্ষে ২০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সিকিমের রানিপুলে বসেছে তাম্বলা মেলা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকরা সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। শনিবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ হঠাৎই মেলার ভিতরে ঢুকে পড়ে একটি দুধের ট্যাংকার। নিমেষেই ভিড়ের মধ্যে অনেককে পিষে দেয়। ধাক্কা মারে একাধিক গাড়িতেও। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রানিপুলের কাছে একটি ফাঁকা মাঠে বিগত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে মেলা চলছে। ওই মাঠটি ট্রাকের পার্কিংয়ের জন্যও ব্যবহার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল ট্যাংকারটি। মোড় ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে দুধের ট্যাংকারটি। প্রথমে মেলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি ট্যাক্সিতে ধাক্কা মারে এবং সেই গাড়িগুলি ঠেলতে ঠেলতেই মেলার ভিতরে ঢুকে যায়।

হঠাৎ ট্যাংকার ঢুকে পড়ায় পালানোর পথ পায়নি মেলায় উপস্থিত দর্শকরা। ট্যাংকারের চাকায় পিষে যান অনেকে। এখনও অবধি তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

গাজায় রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের নিচেই মিলেছে হামাসের গভীর টানেল!

গাজা, ১১ ফেব্রুয়ারি: ইতিমধ্যে চার মাসের যুদ্ধে স্রেফ গাজায় প্রাণ গিয়েছে, ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষের। যুদ্ধ থামাতে চাপ বাড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলও। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে নারাজ নেতানিয়াহু। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে ৩১ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হল দক্ষিণ গাজায়। এদিকে ইজরায়েলি সেনা জানিয়েছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাদের দাবি, গাজায় রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের নিচেই নাকি মিলেছে হামাসের সুড়ঙ্গ।

এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের দাবি, প্রায় কয়েকশো মিটার দীর্ঘ ওই সুড়ঙ্গের একটা অংশ রয়েছে উইনাইটেড ন্যাশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ক এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন সদর দপ্তরের নিচে। ইজরায়েলি গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছে, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম মিলেছে সেখানে। যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, ৭০০ মিটার দীর্ঘ ও ১৮ মিটার গভীর টানেলের ভিতরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। এবং সেই বিদ্যুতের উৎস যে জ্বালানি তা আসলে ওই এলাকার মানুষদের সাহায্যার্থে দেওয়া ত্রাণ থেকেই প্রাপ্ত! ভিতরে যে সব নথি মিলেছে তা থেকে পরিষ্কার ওটা হামাসেরই সুড়ঙ্গ। সেখান থেকে বহু আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। গাজার রাষ্ট্রসংঘের কর্মীদের অনেকেই আসলে 'ডবল এজেন্ট' হয়ে হামাসের হাতই শক্ত করছে, এই দাবি আগেও করেছে ইজরায়েল। সেই দাবিই ফের উঠল খোদ রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরের নিচেই হামাসের সুড়ঙ্গ উদ্ধারের ঘটনায়। উল্লেখ্য, বহু দেশই কিন্তু গত মাস থেকে গাজায় ত্রাণ পাঠানো বন্ধ করেছে এই অভিযোগে। এদিকে শনিবার ইজরায়েলি সেনা বিমানের বোমায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩১ জন প্যালেস্তিনীয়। মৃতদের এক-তৃতীয়াংশ শিশুরা! গত বুধবারই প্যালেস্টাইনের জঙ্গিগোষ্ঠীর তরফে দেওয়া যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাবে না করে দিয়েছেন নেতানিয়াহু। নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় তিনি। তার পর থেকে আরও জোরালো হয়েছে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার হামলা।

নির্বাচন উত্তেজনার মাঝেই বেলুনের জায়গায় উড়ছে কন্ডোম, ভাইরাল ভিডিও

ইসলামাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। একে তো অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কায় জেরবার প্রতিবেশী দেশটি। এবার নির্বাচন ঘিরেও ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। এখনও পরিষ্কার নয়, কারা বসতে চলেছে মসনদে। এমতাবস্থায় সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল আজব এক ভিডিও। যা দেখে অবাক নেটিজেনরা। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে বেলুনের জায়গায় কন্ডোম ওড়াচ্ছেন কোনও এক দলের সমর্থকরা। জয় উদযাপনের এমন ছবিতে তাক লেগেছে সকলের। কোন দলের সমর্থক তাঁরা তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে এটা জানা গিয়েছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি ওই কাণ্ড ঘটেছে পাকিস্তানে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কী করে এমন এক কাণ্ড ঘটানোর কথা ভাবলেন সমর্থকরা। এর পিছনে কী কোনও বার্তা রয়েছে? তা জানা যায়নি। তবে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যেই হোক বা নেহাতই মজা, যে কারণেই এই কীর্তি করে থাকুন ওই সমর্থকরা, এমন কাজ যে নিন্দিত হবে তা স্বাভাবিক। এই ধরনের রুচিহীন কী করে কেউ করার কথা ভাবতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর পাক সংসদের নিম্নকক্ষ ন্যাশনল অ্যাসেম্বলির ২৬৫ আসনে ভোট হয়। বলে রাখা ভালো, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মোট আসন সংখ্যা ৩৩৬। ম্যাজিক ফিগার ১৬৯। ফলে সরকার গড়তে ২৬৫ মধ্যে ১৩৩টি আসনে জয়লাভ করতে হবে। শেষপর্যন্ত কারা শেষ হাসি হাসে, সেদিকেই নজর সকলের। এর মধ্যেই এমন এক ঘটনায় তোলপাড় নেট দুনিয়া।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
Notification
Memo No. 3195/B.M/2023-24 Dated- 10.02.2024
This is to notify that the Board of Councillors of Bolpur Municipality has approved the Bye-laws of Solid Waste Management as per clause (e) of Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016 at the meeting held on 30.12.2023. Accordingly the said Bye-laws will be effective from 12.02.2024 under the Jurisdiction of Bolpur Municipal area. It is being published for the sake of public interest.
Sd/-
Smt. Parna Ghosh
Chairman
Bolpur Municipality

e-TENDER NOTICE
e-tender invited by The Pradhan **Kalupur Gram Panchayat,** Under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. e-tender Notice no: **KGP/512/2023-24** Dated-**12.02.2024,** e-Tender Notice no: **KGP/513/2023-24** Dated-**12.02.2024,** e-Tender Notice no: **KGP/514/2023-24** Dated-**12.02.2024.** e-Tender Notice no: **KGP/515/2023-24** Dated-**12.02.2024,** e-Tender Notice No: **KGP/516/2023-24** Dated-**12.02.2024,** e-Tender Notice no: **KGP/517/2023-24** Dated-**12.02.2024,** e-Tender Notice No: **KGP/518/2023-24 Dated-12.02.2024.** For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
KALUPUR GP.
Bongaon Block,North 24 Pgs

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
Notification
Memo No. 3194/B.M/2023-24 Dated- 10.02.2024
This is to notify that Bolpur Municipality has not received any objection to the notification published in Business Standard (English) & Ekdin (Bengali) Newspaper dated 18.11.2023 regarding declaring this Municipality as ODF Plus. Hence Bolpur Municipality may now declare to have attained ODF Plus Status (Open Defecation & Open Urination free). All CTs, PTs and stand-alone urinals are 100% functional and well maintained. All toilets are connected to safe disposal system – septic tank with soak pit or twin pit or sewerage or pucca municipal drains. The BOC has adopted Service level Benchmark on Water Supply Services, Sewage Management (Sewerage and Sanitation) and Strom Water Drainage.
Sd/-
Smt. Parna Ghosh
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/468/23-24 Dated 09.02.2024	Construction of concrete road Chakraborty para road from Pravat Bhattacharya house to Dilip Halder house at ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,84,544.00

Bid Submission end date: **20.02.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Principal
Government General Degree College Nakashipara
OIC GGDCM invites e-tender for providing security services at College premises and installation of Gas pipe line in Chemistry Department against Tender **ID: WB/DHE/ GGDCM/SECY/NIT-1/24-25 and WB/DHE/ GGDCM/ NIT-2/24-25** resp. See **http://wbtenders. gov.in** College website **www.muragachhagovtcollege.in**
Sd/- OIC, GGDCM, Nadia"

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-100/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_664704_1, **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_664747_1, **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_644774_1, **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_664795_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Elect.) ADDA

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/467/23-24 Dated 09.02.2024	Construction of concrete road at Shyamacharan Chakraborty Road from Goutam Pathak House to Sapan Boumik house at ward no -19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.18,29,212.00
WBMAD/ULB/ RSM/470/23-24 Dated 09.02.2024	Construction of concrete road and drain at Nath Musalman para from Kanai Manna House to Goutam Debnath (peti) house at ward no-23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,00,461.00

Bid Submission end date: **27.02.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/466/23-24 Dated 09.02.2024	Construction of Concrete road at Das para Road from Uttam Kayal house to Nitai Bhattacharya house at ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,00,796.00
WBMAD/ULB/ RSM/469/23-24 Dated 09.02.2024	Construction of Concrete road at Mondal para from Chanchal Das to Sampa Naru house bye at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,26,543.00

Bid Submission end date: **20.02.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1 to 11	Sinking of a deep tube well in different wards within Jaynagar Majilpur Municipality.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 36/2023-24 (2nd Call) SL1 TO 11

Tender ID: **2024_MAD_665299_1to 11.**
Bid submission starting date: **12/02/2024 at 09:00 AM.**
Bid submission closing date: **20/02/2024 at 09:00 AM.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
Jaynagar Majilpur Municipality

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 241, KOLKATA, MONDAY, 12 FEBRUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ভাইয়েরাও ব্যর্থ, অস্ট্রেলিয়ার কাছেই ফাইনালে হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ,ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ; সংস্করণ বদলালেও ফাইনালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়া হয়ে পড়েছে নিয়মিত ঘটনা। আইসিসির আগের দুটি বৈশ্বিক ইভেন্টের ফাইনালেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ভারত। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত সবচেয়ে সফল দল, সর্বশেষ তিনবারের মধ্যে দুবারের চ্যাম্পিয়ন। এবারের আসরেও ফাইনালে তারা এসেছে অপরাজিত থেকেই। তবে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারের সেই ধারা বদলাল না বেনোনিতেও।

ভারতকে ৭৯ রানে হারিয়ে ১৪ বছর পর প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, তাদের ইতিহাসে যেটি চতুর্থ। হারজাস সিংয়ের অর্ধশতকের সঙ্গে হ্যারি ডিক্সন, হিউ উইবগেন ও অলিভার পিকের ৪০ পেরোনো ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া তুলেছিল বিশ্বকাপের ফাইনালের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ২৫৩ রান। রেকর্ড রান তাড়া করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারত, ৪৩.৫ ওভারে অলআউট হয়ে যায় ১৭৯ রানের মধ্যেই। কোনো জুটি বা ইনিংসই ভারতকে সে অর্থে আশা জোগাতে পারেনি।

২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেই বাংলাদেশের কাছে ফাইনালে হেরেছিল ভারত, এরপর অবশ্য গতবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতই জিতেছিল শিরোপা। এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আবার শিরোপা হাতছাড়া হলো তাদের। ফাইনালের আগে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক উইবগেন বলেছিলেন, তারা চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত, লড়াই করতে ভালোবাসেন। সে চ্যালেঞ্জে ভারতকে পাত্তাই দিল না তারা। এবারের আগে ২০১৮ সালে শেষ ফাইনাল খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া, সেবার তারা হেরেছিল ভারতের কাছেই।

বেনোনির উইলোমুর পার্কে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় অস্ট্রেলিয়া। এক প্রান্তে ডিক্সন ঝোড়ো শুরু করলেও তৃতীয় ওভারে কোনো রান না করেই ফেরেন আরেক ওপেনার স্যাম কন্সটাস। অবশ্য অধিনায়ক হিউ উইবগেনের সঙ্গে ডিক্সনের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ওঠে ৭৮ রান। এরপর জোড়া ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া, নামান তিওয়ারির পরপর ২ ওভারে ফেরেন ডিক্সন ও উইবগেন। ডিক্সন করেন ৪২ রান, উইবগেন থামেন অর্ধশতকের ২ রান আগে।

অস্ট্রেলিয়াকে এরপর টানেন হারজাস সিং ও অলিভার পিক। দুজন চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৬৮ বলে তোলেন ৬৬ রান। ৬৪ বলে ৫৫ রান করে হারজাস ফেরার পর দ্রুতই রাফ ম্যাকমিলানও থামেন। ৪০তম ওভার শেষ হওয়ার আগেই ১৮৭ রান তুলতে ৬ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া বেশ চাপেই ছিল।

তাদের এগিয়ে নেন পিক, যিনি ছিলেন শেষ পর্যন্ত। চার্লি অ্যান্ডারসন ও টম স্ট্রেকারকে নিয়ে সপ্তম ও অষ্টম উইকেট জুটিতে আরও ৬৬ রান যোগ করেন তিনি। ৪৩ বলে অপরাজিত থাকেন ৪৬ রান করে। ৩৮ রানে ৩ উইকেট নেন ভারতের পেসার রাজ লিম্বানি, তবে ফাইনালে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ঠিকই পায় অস্ট্রেলিয়া।

রান তাড়ায় ভারতের ইনিংস গতি পায়নি কোনো পর্যায়েই। একপাশে আদর্শ সিং ছিলেন, কিন্তু অন্য পাশে উইকেট পড়েছে নিয়মিত। পেসার মালি বিয়ার্ডম্যান ও অফ স্পিনার ম্যাকমিলানের তোপে ৯১ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে ভারত। সেমিফাইনালে ৩২ রানে ৪ উইকেট হারালেও ঐতিহাসিক জুটিতে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছিল ভারত। এবার আর তারা তেমন কিছু করতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত আদর্শও ৭৭ বলে ৪৭ রান করে থামেন বিয়ার্ডম্যানের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার জয় তখন হয়ে পড়ে সময়ের অপেক্ষা। মুরুগান অভিষেক ও নমন অবশ্য সে অপেক্ষা লম্বাই করেন ইনিংসে তখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪৬ রানের জুটিতে। ভিডলারের বলে অধিনায়ক উইবগেনের হাতে ক্যাচ দিলে শেষ হয় অভিষেকের ৪২ রানের ইনিংস, ঠিক আগের বলেই তাঁর সহজ ক্যাচ ছেড়েছিলেন উইবগেনই।

শেষ উইকেট জুটিও অস্ট্রেলিয়াকে অপেক্ষায় রাখে ৩.২ ওভার। তবে অস্ট্রেলিয়াকে শিরোপাবঞ্চিত করার কথা হয়তো ভাবতে পারেননি তাঁরাও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ ৫০ ওভারে ২৫৩/৭ (হারজাস ৫৫, উইবগেন ৪৮, পিক ৪৬, ডিক্সন ৪২; লিম্বানি ৩/৩৮, নামান ২/৬৩, সৌমি ১/৪১, মুশির ১/৪৬)।

ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ৪৩.৫ ওভারে ১৭৪ (আদর্শ ৪৭, অভিষেক ৪২, মুশির ২২; বিয়ার্ডম্যান ৩/১৫, ম্যাকমিলান ৩/৪৩, ভিডলার ২/৩৫)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৭৯ রানে জয়ী।

অ্যাডিলেডে অদ্ভুত কাণ্ড অস্ট্রেলিয়া যখন 'হাউজ্যাট' বলতে ভুলে গেল

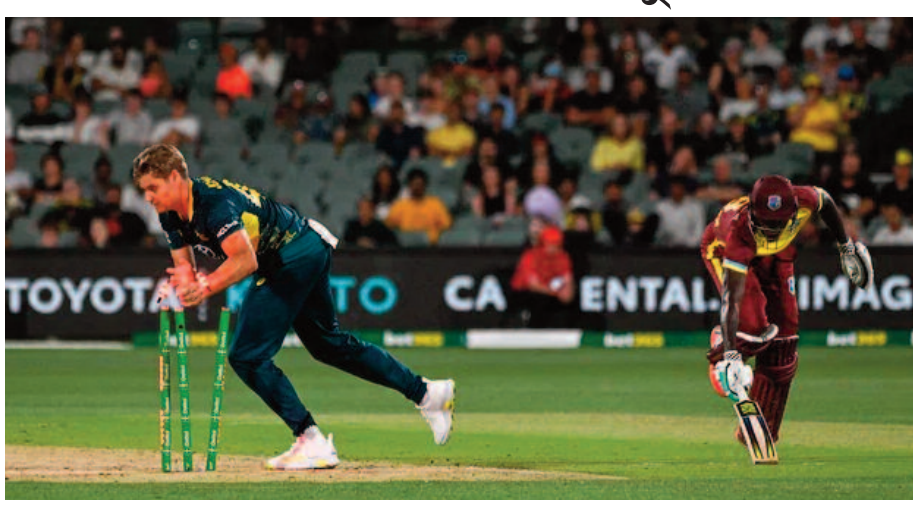

নিজস্ব প্রতিনিধি: এটা ক্রিকেট ১০১। মানে একেবারে মৌলিক বিষয়। অস্ট্রেলিয়ানরা সেটিই না করাতে আজ রানআউট হয়েও বেঁচে গেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আলজারি জোসেফ।

অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে রান তাড়ায় ১৯তম ওভারের ঘটনা এটি। স্পেন্সার জনসনের বলটি কাভারে খেলে সিঙ্গেল নিতে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ ব্যাটসম্যান জোসেফ। তবে সেখানে থাকা ফিল্ডারের থ্রো ধরে ননস্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প ভাঙেন জনসন। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, স্টাম্প ভাঙার সময় জোসেফ ছিলেন ক্রিজের বাইরেই।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আউট হওয়ার কথা। তবে সে প্রান্তে থাকা আম্পার জেরার্ড অ্যাবুড সে সিদ্ধান্ত টেলিভিশন আম্পায়ারের কাছেই পাঠাননি। কারণ, তাঁর মতে অস্ট্রেলিয়ানরা যে আবেদনই করেননি!

এমসিসির ক্রিকেট আইনের ৩১.১ নম্বর ধারা বলে, 'আইনের মধ্যে থেকে কোনো ব্যাটার আউট হলেও কোনো ফিল্ডার যদি আবেদন না করেন, তাহলে কোনো আম্পায়ারই তাকে আউট দেবেন না।'

অর্থাৎ পরিষ্কার আউট হলেও আবেদন করতেই হবে। এটি অবশ্য ক্রিকেটের একেবারেই মৌলিক নিয়ম, মানে না করার ঘটনা দুর্লভই।

এ ঘটনার পর অ্যাবুড এসে স্টাম্প ঠিক করে পরের বলের জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্যত হন। সে সময়ই তাঁর পাশে জড়ো হতে থাকেন অস্ট্রেলিয়ানরা। সে সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কোনো আবেদন হয়নি।' যদিও টিম ডেভিড এসে অ্যাবুডকে বলার চেষ্টা করেছেন যে তিনি আবেদন করেছেন। তবে সেটি নাকচ করে দিয়ে খেলা চালিয়ে যেতে বলেন অ্যাবুড।

পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, স্টাম্প ভেঙে বোলার জনসন তাঁর রানআপের দিকে ফিরে যান। মানে জোসেফ আউট ছিলেন, সেটি তিনি বুঝতেই পারেননি। সাধারণত ননস্ট্রাইক প্রান্তে বোলার থাকলে তিনিই আবেদন করেন। ক্রিকেটের আইন বলে, 'আবেদন কার্যকর হতে গেলে বোলারের রানআপ শুরুর আগেই করতে হবে, যদি রানআপ না থাকে, তাহলে পরের বল করার অ্যাকশনে যাওয়ার আগেই করতে হবে। (আবেদন করতে হবে) টাইম কল করার আগেই।'

অস্ট্রেলিয়ার বাকি ফিল্ডারদের সঙ্গে আম্পায়ার অ্যাবুডের উত্তপ্ত আলোচনা থামাতে এগিয়ে আসতে দেখা যায় অধিনায়ক মিচেল মার্শকেও। অ্যাবুড বলেন, তিনি নিয়মের মধ্য থেকেই এটি করছেন।

অ্যাবুড যে ঠিক, সেটি স্পষ্টই। কিন্তু 'হাউজ্যাট' কথাটাই যেন ভুলে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ ম্যাচটি বড় কোনো পার্থক্য গড়তে পারেনি। ম্যাচটি ৩৪ রানে জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

তিন বিশ্বকাপের ফাইনালে তিন হার, অস্ট্রেলিয়া কাঁটা এ বারও ওপড়ানো হল না ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা থেকে উদয় সাহারান। ছবিটা বদলাচ্ছে না। বার বার আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হচ্ছে ভারতকে। একের পর এক ট্রফি জয়ের স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছে ভারতের। বিশ্ব ক্রিকেটে কি ভারতের কাঁটা হয়ে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া?

গত বছর জুন মাস থেকে তিনটি আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে ভারত। তিন বারই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলা হয়েছে তাদের। তিন বারই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। দেখে মনে হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগেই চাপে পড়ে যায় ভারত। তার প্রভাব খেলায় দেখা যাচ্ছে।

শুরুটা হয়েছিল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। গত বছর জুন মাসে ইংল্যান্ডে এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৪৬৯ রান করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড করেছিলেন ১৬৩ রান। স্টিভ স্মিথ ১২১ রান করেছিলেন। জবাবে প্রথম ইনিংসে ২৯৬ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। অজিঙ্ক রাহানে করেছিলেন ৮৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে ডিক্লেয়ার করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৪ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। ২০৯ রানে ম্যাচ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

পরের বার ভারতের মাটিতে দেখা হয়েছিল দু'দলের। এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে। তার আগে টানা ১০টি ম্যাচ জিতেছিল ভারত। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকেও হারিয়েছিল তারা। কিন্তু ফাইনালে দেখা গেল উল্টো ছবি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৪০ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। লোকেশ রাহুল (৬৬) ও বিরাট কোহলি (৫৪) ছাড়া কেউ রান পাননি। জবাবে হেডের ১৩৭ রানে ভর করে ৬ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। হারের হ্যাটট্রিক পূর্ণ হল অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ২৫৩ রান করে অস্ট্রেলিয়া। অর্ধশতরান করেন হরজস সিংহ। জবাবে ভারতের ব্যাটারেরা ব্যর্থ হন। কেউ বড় রান করতে পারেননি। ১৭৪ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। ৭৯ রানে হারে ভারত।

ফিরে এক ম্যাচ খেলে আবার ছিটকে গেলেন লিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের সঙ্গে সিরিজের বাকি তিন টেস্টে জ্যাক লিচকে আর পাচ্ছে না ইংল্যান্ড। হাঁটুর চোটে ছিটকে গেছেন বাঁহাতি এ স্পিনার।

সর্বশেষ অ্যাশেজে স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের কারণে ছিলেন না লিচ। ভারতের বিপক্ষে এ সিরিজ দিয়েই দলে ফেরেন তিনি। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান। প্রথম ইনিংসে ২৬ ওভার বোলিং করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ ওভারের বেশি করতে পারেননি, যদিও তাতেই শ্রেয়াস আইয়ারের উইকেট নেন। সে ম্যাচে ২৮ রানে জেতে ইংল্যান্ড।

সে চোটের কারণে বিশাখাপট্টনমে পরের টেস্টেও ছিলেন না লিচ। ভাবা হয়েছিল, রাজকোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া টেস্টের আগে লম্বা বিরতিতে সেরে ওঠার আরও সুযোগ পাবেন তিনি। তবে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবুধাবি থেকে দেশে ফিরে যাবেন তিনি। সেখানেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিচর্যা হবে এ ৩২ বছর বয়সীর। পরের টেস্টের আগে আবুধাবিতে ছুটিতে আছে ইংল্যান্ড দল।

লিচের অনুপস্থিতিতে বিশাখাপট্টনমে ১০৬ রানে হারা ম্যাচে ইংলিশ স্পিনারদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন ২ টেস্ট খেলা রেহান আহমেদ। সঙ্গে ছিলেন ১ টেস্ট খেলা টম হার্টলি ও অভিষিক্ত শোয়েব বশির। পাশাপাশি পার্ট টাইমার জো রুট থাকলেও আঙুলের চোটে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ ওভারের বেশি বোলিং করেননি।

লিচের বদলি হিসেবে অবশ্য কাউকে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড। ফলে পরের টেস্টগুলোতে এক পেসার খেলানোর সিদ্ধান্ত থেকেও সরে আসতে পারে তারা। হায়দরাবাদে পেসার হিসেবে খেলেছিলেন মার্ক উড, পরের টেস্টে আনা হয় জেমস অ্যান্ডারসনকে। উড উইকেটশূন্য থাকলেও অ্যান্ডারসন দারুণ পারফরম্যান্সই করেন। রাজকোটে অ্যান্ডারসনের সঙ্গে উড বা ওলি রবিনসনকে দেখা যেতে পারে। যদিও স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে উইকেট দেখার পর। ছুটি কাটিয়ে আগামীকাল ভারতে ফেরার কথা আছে ইংল্যান্ড দলের।

এদিকে গতকালই পরের তিন টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে ভারত। ব্যক্তিগত কারণে নেই বিরাট কোহলি, চোটের কারণে নেওয়া হয়নি শ্রেয়াসকেও। প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন পেসার আকাশ দীপ। ফিটনেস সাপেক্ষে আছেন দ্বিতীয় টেস্টে না খেলা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল।

ম্যাক্সওয়েলের রেকর্ডের ম্যাচ জিতে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪২ রানের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ১৯ বছরের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে জয়ের উদাহরণ আছে মাত্র তিনটি। অ্যাডিলেডে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতে গেলে বড় কীর্তিই হতো। কিন্তু হোবার্টে আগের ম্যাচে ২১৩ রান তাড়া করতে নেমে ১১ রানে হারা ক্যারিবীয়রা আজ হেরেছে ৩৪ রানে। ৯ উইকেট হারিয়ে তারা তুলেছে ২০৭ রান। ফলে টানা দুটি ম্যাচ পরে ব্যাটিং করে ২০০ পেরিয়েও জেতা হলো না তাদের। প্রথম দুই ম্যাচই জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটা জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের রেকর্ডছোঁয়া শতকে আজ অস্ট্রেলিয়া করে ৪ উইকেটে ২৪১ রান। দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার এটিই দলীয় সর্বোচ্চ। ২০১৯ সালে অ্যাডিলেড ওভালেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগের সর্বোচ্চ ২ উইকেটে ২৩৩ রান করেছিল অস্ট্রেলীয়রা।

টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ওভারেই ফেরায় ওপেনার জশ ইংলিসকে। জেসন হোল্ডারের বলে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে জনসন চার্লসের হাতে ক্যাচ তোলা ইংলিস ৬ বলে করেন ৪ রান। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর তখন ১৪/১।

অধিনায়ক মিচেল মার্শ উইকেটে এসেই মারদাঙ্গা ব্যাটিং শুরু করেন। ১২ বলে ২৯ রান করা মার্শ দ্বিতীয় উইকেটে ডেভিড ওয়ার্নারকে নিয়ে ২১ বলে ৪৩ রান যোগ করেন। ষষ্ঠ ওভারে মার্শ ফেরার পরের ওভারেই বিদায় ১৯ বলে ২২ রান করা ওয়ার্নারের।

ইনিংসের পরের অংশটা পুরোপুরিই ম্যাক্সওয়েলময়। ষষ্ঠ ওভারে উইকেটে আসা ব্যাটসম্যান শেষ পর্যন্ত ৫৫ বলে ১২০ রানে অপরাজিত থাকেন। ২৫ বলে ৫০ রান করা ম্যাক্সওয়েল তিন অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলেন ৫০ বলে। ১৯তম ওভারে শেফার্ডকে কাভার দিয়ে বাউন্ডারি মেরেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের পঞ্চম শতকটি পেয়ে যান ম্যাক্সওয়েল, ছুঁয়ে ফেলেন ভারতের রোহিত শর্মার রেকর্ড।

১২ চার ও ৮ ছক্কার ইনিংস খেলার পথে চতুর্থ উইকেটে ম্যাক্সওয়েল মার্কাস স্টয়নিসকে নিয়ে যোগ করেন ৪২ বলে ৮২ রান। জুটিতে দর্শক হিসেবেই ছিলেন ১৫ বলে ১৬ রান করা স্টয়নিস। এরপর টিম ডেভিডকে নিয়ে মাত্র ৩৯ বলেই ৯৫ রানের জুটি গড়েন ম্যাক্সওয়েল। শেষের সেই ঝড়ে ১৪ বলে ৩১ রান করে অবদান রেখেছেন ডেভিডও। শেষ ৩ ওভারে অস্ট্রেলিয়া তোলে ৫৮ রান। আন্দ্রে রাসেলের করা শেষ ওভারেই আসে ২৫ রান।

রান তাড়ায় পাওয়ার প্লেতে ওভারপ্রতি ১০-এর বেশি রান করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। সপ্তম ওভারের তৃতীয় বলে যখন পঞ্চম উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা, তখন তাদের রান ৬৩।

এরপর শুধু ব্যবধান কমানোর কাজটিই করতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেটি সবচেয়ে ভালো করেছেন দলটির অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েলই। ৩৬ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৩ রান করে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন পাওয়েল। অধিনায়কের বিদায়ের সময় ১৭ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৮ উইকেটে ১৭৬। যাওয়ার আগে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে ২৫ বলে ৪৭ ও এরপর রোমারিও শেফার্ডের সঙ্গে ৩০ বলে ৫৪ রানের দুটি জুটি গড়েন পাওয়েল।

অবশ্য রাসেল-পাওয়েল জুটিতে যা করার একাই করেছেন রাসেল। অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ৪ চার ও ২ ছক্কায় ১৬ বলেই করেন ৩৭ রান। শেফার্ড-পাওয়েল জুটিতে আবার উল্টো ঘটনা। এবার ব্যাটে ঝড় তোলেন অধিনায়ক, ১৮ বলে করেন ৪০ রান। অধিনায়ক ফেরার পর আর ১৪ রান যোগ করতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি মঙ্গলবার পার্থে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ২৪১/৪ (ম্যাক্সওয়েল ১২০*, ডেভিড ৩১*, মার্শ ২৯, ওয়ার্নার ২২; হোল্ডার ২/৪২)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ২০৭/৯ (পাওয়েল ৬৩, রাসেল ৩৭, হোল্ডার ২৮*, চার্লস ২৪; স্টয়নিস ৩/৩৬, হ্যাজলউড ২/৩১, জনসন ২/৩৯)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৩৪ রানে জয়ী।

সিরিজ ৩-ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**